www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

চলছে রাজনৈতিক ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

দুর্বার বার্তা

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন – ৫ চৈত্র, ১৪২১ ঃ ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.21, 14 March - 20 March, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মমতা–মোদি সাক্ষাৎ কাহিনী দুই মঞ্চে চিত্রায়িত

কিভাবে কমবে ঋণের ভার

মমতাকে পাঠ দিলেন মোদি

এ সাক্ষাৎ মামুলি বৈঠক নয়

কূটনীতির মঞ্চে এগিয়ে গেল ভারত

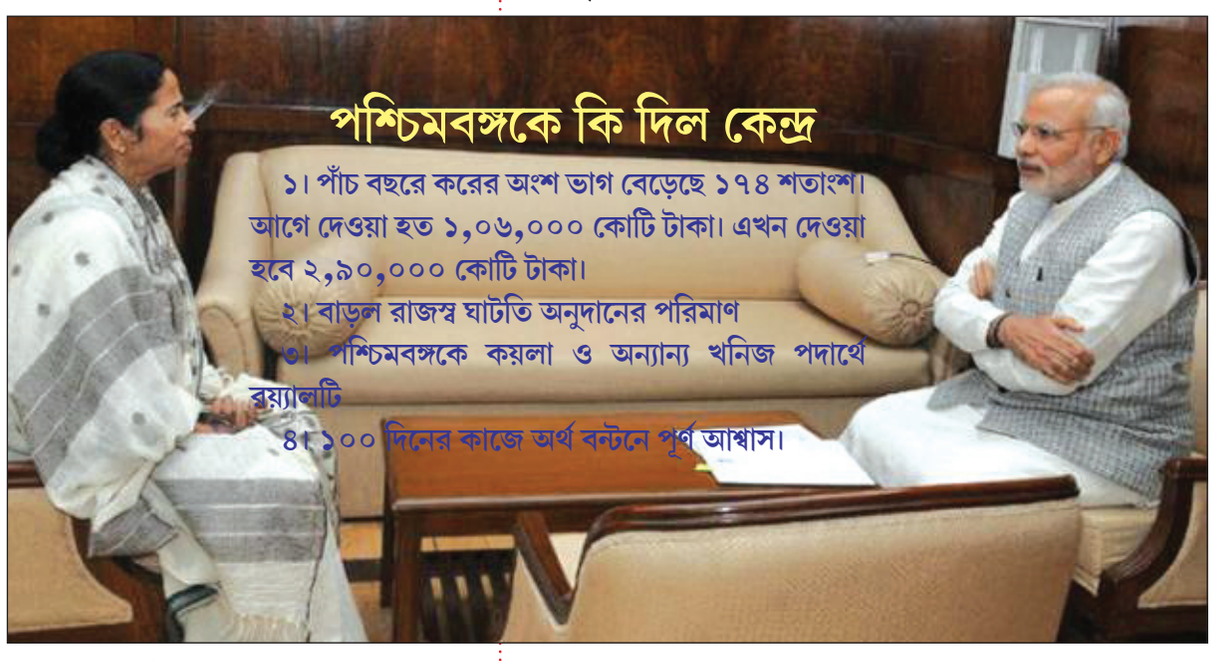

পশ্চিমবঙ্গকে কি দিল কেন্দ্র

১। পাঁচ বছরে করের অংশ ভাগ বেড়েছে ১৭৪ শতাংশ। আগে দেওয়া হত ১,০৬,০০০ কোটি টাকা। এখন দেওয়া হবে ২,৯০,০০০ কোটি টাকা।

২। বাড়ল রাজস্ব ঘাটতি অনুদানের পরিমাণ

৩। পশ্চিমবঙ্গকে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে রয়্যালটি

৪। ১০০ দিনের কাজে অর্থ বন্টনে পূর্ণ আশ্বাস।

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ নিয়ে কলকাতার রাজনীতিতে কয়েকদিন ঢেউ উঠল, রাজ্যের মিডিয়ায় তৈরি হল নানা জল্পনার বুদবুদ। কিন্তু রাজধানীর বিশেষ সূত্র বলছে বহুচর্চিত এই সাক্ষাতের পুরো চিত্রনাট্যটাই একটা রহস্য গল্পের মতো, পুরোটা এখনও আধো অন্ধকারে। পরতে পরতে এর আবরণ খুলবে। সূত্র বলছে এই সাক্ষাতের কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে দুটি মঞ্চে। একটা সামনের কেন্দ্র–রাজ্য সম্পর্কের মঞ্চে জনসমক্ষে, আর একটা পিছনের আন্তর্জাতিক কূটনীতির মঞ্চে লোকচক্ষুর আড়ালে।

সামনের মঞ্চে একেবারে পরিচিত নাটক, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বাম জমানার ফেলে যাওয়া বিপুল ঋণের ভার কমাতে অনুরোধ করছেন প্রধানমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে ঋণের বোঝা, ফলে চড়া সুদ প্রদান করতে হচ্ছে রাজ্যকে। এ দাবি নতুন নয়। ইউপিএ সরকারের সামনে একাধিকবার এই দাবি জানিয়েও পাত্তা পাননি। ঋণভার লাঘব তো দূরের কথা। এখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সহানুভূতির ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ঋণভার লাঘব করতে পারেন নি বটে কিন্তু সাহায্যের নানা হাত বাড়িয়ে কিভাবে ঋণের বোঝা সামলাতে হয় তার কিছু টিপস বাতলে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বোঝা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কেন্দ্রও উত্তরাধিকারসূত্রে ঋণের বোঝা পেয়েছে। কেন্দ্র–রাজ্য উভয়কেই এই সমস্যার সমাধান যৌথভাবে করতে হবে। চতুর্দশ অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির সুদের বোঝা চিহ্নিত করেছে এবং এর ফলে উদ্ভূত রাজস্ব ঘাটতি পুরোপুরিভাবে মিটিয়ে দিয়েছে। এর জন্যই পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য দুটি রাজ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত রাজস্ব ঘাটতি অনুদান পাচ্ছে। অতএব ভবিষ্যতে বিকাশমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সুদের বোঝা কোনও প্রভাব ফেলবে না। চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত আর্থিক সহায়সম্মত প্রদান করবে। এর ফলে রাজ্যের সুদের বোঝার অনেকটাই হাল্কা হবে এবং রাজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রেক্ষিতে।

এক্ষেত্রে যেটা উল্লেখ্য, এবারেও কেন্দ্র রাজ্যের ঋণ মকুবের প্রস্তাব না রাখলেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কোনও ঝাঁঝালো প্রতিক্রিয়া দেননি। বরং ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্যকে সাহায্য করতে কেন্দ্র যেসব প্রস্তাব দিয়েছে তাতে তিনি খুশি। অতীতে মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে কথা বলার পর মমতার যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যেত তার থেকে এবারের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা।

বিশেষ প্রতিনিধি : এবার সেই ব্যাক স্টেজের কাহিনী। বিশেষ সূত্র বলছে সামনের মঞ্চে যদি অনুষ্ঠিত নাটকের নাম পশ্চিমবঙ্গ হয় তবে পিছনের মঞ্চে চলছে নাটক 'বাংলাদেশ'। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হল এতদিন কেন্দ্র ও নরেন্দ্র মোদিকে যাচ্ছেতাই আক্রমণ করার পর হঠাৎই বাংলাদেশ সফরের পরেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবহ তৈরি হল কেন? তারা বলছেন এই বৈঠকের কারণ মোটেই মামুলি পশ্চিমবঙ্গের ঋণ কাহিনী নয়। আসলে এর পেছনে রয়েছে তিস্তার জল কাহিনী। বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা। পরিস্কার ফর্মুলাটা হল তিস্তার জল না পেলে কোণঠাসা হবে হাসিনার সরকার। ক্ষমতার কাছাকাছি এসে পড়বে ভারতবিদ্বেষী খালেদার দলবল। অস্থির হবে সীমান্ত। অস্থিরতা বাড়বে দেশজুড়ে। বাড়বে জঙ্গি কার্যকলাপ। তাই প্রতিবেশীকে সুস্থ রাখতে এবং দেশের স্বার্থে তিস্তার জল দিতেই হবে। দিতে গেলে চাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সাহচর্য্য। এজন্য সাহায্যও মিলেছে কেন্দ্রের তরফে। যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা চলছে। এমনকি সীতরমনের মতো একজন মন্ত্রীকে রাজ্যের সঙ্গে সেতু তৈরি করার দায়িত্ব দিয়ে কেন্দ্র বুঝিয়ে দিয়েছে সহযোগিতা করলে মিলবে পুরস্কারও। রাজনৈতিক মহলের ধারণা এই কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতাই ঘটিয়ে দিল বহু আকাঙ্খিত মমতা–মোদি সাক্ষাৎ। যা সচেতনভাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে প্রচারের আড়ালে। কারণ এখানে রাজনৈতিক ইগো ও ফায়দার পাটিগণিত। যাতে সবদিক বজায় রেখে, দু' তরফের রাজনৈতিক ক্ষতি না করে এই আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যায় সেই জন্যই রচিত হয়েছে এই মহার্ঘ্য সাক্ষাতের চিত্রনাট্য।

এও খবর মিলেছে যে শেষ পর্যন্ত মমতা মোদির সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি হওয়ায় খুশির হাওয়া বইছে বাংলাদেশের শাসক দলের মধ্যে। । তাদের আশা এবার হয়তো তিস্তার সমস্যার সমাধান মিলবে।

মালা রায়'দের দলে নেওয়ার জের

বিপুল জয়ের সম্ভাবনাতেও কাঁটা

পার্থসারথি গুহ

কলকাতা পুরসভার এবারের নির্বাচনে শাসক তৃণমূল যে আরও একবার জয়ী হতে চলেছে তা জলের মতো পরিস্কার। বিভিন্ন সমীক্ষায় ঘাসফুল শিবিরকে শতাধিক আসনে এগিয়ে রাখা হয়েছে। সারদা কাণ্ডের চূড়ান্ত অস্বস্তি এবং মুকুল রায় ফ্যাক্টরকে অগ্রাহ্য করে তৃণমূলের এই বিপুল জয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিতভাবে খুশি করেছে দলীয় সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রিয় কানন–কে (শোভন চট্টোপাধ্যায়) তিনি যে আবার মেয়র করতে চান এই ঘোষণাও অনেকদিন আগে সেরে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এত কিছু ইতিবাচক আবহের মধ্যেও ' উড়ে এসে জুড়ে বসা' প্রার্থীদের নিয়ে কিন্তু ব্যাপক কোন্দল বেঁধে গিয়েছে দলের অন্দরে। এই সেদিন পর্যন্ত সারদা ইস্যু–সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে বা যারা তৃণমূল সুপ্রিমো এবং ঘাসফুলের বিরুদ্ধে রণংদেহী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের ভোলবদলে বেশ কিছু ওয়ার্ডে প্রার্থী হওয়ার দাবিদারদের সঙ্গে 'নব্য' যোগদানকারীদের সংঘাত ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় প্রকাশ্যে কেউ কিছু না বললেও দলের অন্দরে কান পাতলে এই বিদ্রোহীদের বিক্ষোভের আস্ফালন বেশ শোনা যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি ড্যামেজ কন্ট্রোল হবে কিনা তা নিয়ে জোর বিতর্ক দানা বেধেছে।

সবথেকে বড় যে প্রশ্নটা বিক্ষুব্ধ অংশ তুলে ধরছে যে এই দলবদলুদের কেন তৃণমূল সাদরে গ্রহণ করা হল? বিশেষ করে যেখানে বঁনগা লোকসভা এবং কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতে আসার পর অনেকটাই জমি খুঁজে পাচ্ছে শাসক শিবির। কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট এই দুই জায়গা থেকেই বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম প্রাক্তন মেয়র পারিষদ মালা রায়, অরুণ দাস এবং একজোড়া সুমন সিং। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে এসেছেন ভোটের ঠিক আগে। শেষের সুমন সিং এবং তাঁর স্বামী বিমল সিং সদলবদলে বামফ্রন্ট শরিক রাষ্ট্রীয় জনতা দল ছেড়ে বেশ কিছুদিন আগেই ঘাঁটি গেড়েছেন তৃণমূলের তরীতে।

তৃণমূলে এসেই এরা যেভাবে প্রার্থী হয়ে গেলেন তাতে বেজায় চটেছেন এইসব এলাকার পুরনো তৃণমূল নেতা–কর্মীরা। যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচিতও হচ্ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে কূটচালিতা চালানোর পাশাপাশি এদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছে মুকুল শিবিরও। তবে এই চার–পাঁচজনের বাইরেও কলকাতা পুর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীদের তাতানোর কাজটা সফলভাবে করে চলেছে টিম মুকুল রায়।

এরপর সাতের পাতায়

ব্রিজ নির্মাণে সিপিএমের বাধার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর ওপর ব্রিজ তৈরি এবং নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির থেকে নামখানা বিডিও অফিস পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ পাঁচমাস আগে শুরু হয়েছে। রাস্তা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে রাস্তার দুপাশে সরকারি জমিতে বসবাসকারি ৯৩২টি বাড়িকে ভেঙে ফেলা হয়। সে সময় এই বিষয়টি নিয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন, অবরোধ হয়েছে। গত ১১ মার্চ প্রায় ১৫০ মহিলা নামখানা ব্লকে ডেপুটেশনে জানায় তারা এখনও ক্ষতিপূরণ পায়নি। অনেকের বক্তব্য সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তাদের পাওয়ার কথা তা তারা পায়নি। তারা বাজার কমিটির দিকে আঙুল তোলে। এই প্রসঙ্গে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালী বলেন, নামখানায় এখন উন্নয়নের ঝড় বইছে। বকখালিকে আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হলে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর ওপর ব্রিজ করতেই হবে। এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন। আর যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার জন্য রাস্তা সম্প্রসারণও দরকার। ৯৩২ টি ঘর ভাঙা পড়েছে। তার মধ্যে ৮৫০ জনকে সরকারি মূল্যে চেকও দেওয়া হয়েছে। কিছু বাকি আছে যেগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। কারও যদি মাটির বাড়ি থাকে, সে যদি পাকা বাড়ির মূল্য চায় তা কি করে সম্ভব? কেন্দ্র ২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আমরা উন্নয়ন চাই। কান্তি গাঙ্গুলি উন্নয়ন চায়না, তাই পিছন দিক থেকে সিপিএমের লোকজনকে খেপিয়ে কাজ ভন্ডুল করতে চায়। আমরা তা কখনই হতে দেবনা। নামখানা বাজার এলাকার ব্যবসায়ী তথা তৃণমূলের প্রাক্তণ উপপ্রধান অমল মাইতি বলেন, বাজার কমিটি কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। যারা ক্ষতিপূরণ বলছেন কম পেয়েছেন যে ব্যাপারে বাজার কমিটির কোনও ভূমিকা নেই। নামখানা ব্লকের বিডিও তাপস মন্ডল বলেন, যারা ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিস্তারিত ভাবে আমি কিছু বলতে পারব না।

আমাদের দেশে হবে সেই নারী কবে

ওঁকার মিত্র

লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাচক্নবী, খনা, দময়ন্তী থেকে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঘুরে রানী রাসমণি, মা সারদা, ভগীনি নিবেদিতা

ছুঁয়ে সরোজিনী নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইন্দিরা গান্ধি থেকে সুষমা স্বরাজ, জয়ললিতা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধি, চন্দ্রা কোচর, ইন্দিরা হুই। কিরণ মজুমদার শ, সোনাল মান সিং, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, গিরিজা দেবী, সনিয়া মির্জা, সাইনা নেহওয়াল, মেরি কম। আরও কত মহীয়সি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছেন ভারতের আকাশে। দক্ষতা ও পরম্পরায় ভারতীয় নারীরা কোন অংশে কম নয়। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গ বেশ কিছু বাধা অতিক্রম করে। কিছুতেই একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। প্রথম হল ধর্মীয় গোঁড়ামি, দ্বিতীয় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং তৃতীয় বাধা ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে পরমুখাপেক্ষি হয়ে নিশ্চিন্তে জীবন কাটাবার প্রবণতা।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন মালব্য বহু চেষ্টা ও লড়াই করে কিছুটা এগিয়ে দিলেও ভারতীয় মেয়েরা এই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে নিজেদের সমানাধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে নি। বহু মহিলা আজ কাজ করছেন বটে কিন্তু তারা? তারাও নিশ্চিন্ত পন্থী। সত্যি কথা বলতে কি সমাজের কঠিন বলয়কে ভাঙতে লজ্জাবনত নরম–সরম মানসিকতায় হবে না। চাই ঝুঁকি নেওয়ার অদম্য ইচ্ছা। ভারতীয় নারীদের এই শৃঙ্খল ভাঙার শপথ নেই বলেই আমরা যে হাতে নারী শক্তিকে পুষ্পাঞ্জলি দিই সেই হাতেই নারী লাঞ্ছনার পাপ আহরণ করি।

বিদ্যাসাগর প্রাণপণ লড়াই করে, কত লাঞ্ছনা ভোগ করে নারী শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাপান থেকে ঘুরে এসে বলেছিলেন আমাদের মেয়েদের নিজেদের প্রতিরোধের জন্য ক্যারাটে, কুংফুর মতো মাস্টার আর্ট শিখতে হবে। তিনি উদ্যোগও নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই মেয়েদের অনীহাতে তা সম্ভব হয় নি। শিক্ষা আর প্রতিরোধ এই দুই কলাকেই নারীরা ভাঙতে পারে পুরুষতান্ত্রিক প্রাচীন প্রাচীর। কিন্তু সেই যুদ্ধংদেহী নারী কই? কবির ভাষা একটু বদলে নিয়ে বলতে ইচ্ছা করে—'আমাদের দেশে হবে সেই মেয়ে কবে/ঘরের আগল কেটে সোচ্চার হবে।'

সত্যি এমন মেয়ের বড়ই অভাব। এরা সকলে পুরুষের সমানাধিকার চায় কিন্তু তাকে অর্জন করার জন্য লড়াইয়ে প্রস্তুত নয়। ফলে এত ঢাক ঢোল নিয়ে প্রচার সত্ত্বেও জগতে আমাদের মেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে। কর্মরত মহিলার সংখ্যা আমাদের দেশের তুলনায় ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়াতেও বেশি। ১৯৭০–৭১ সালে ভারতে কর্মরত মহিলার হার ছিল ১৪.২ শতাংশ। পরে তা বেড়ে ২০১০–১১ সালে হয়েছে ৩১.৬ শতাংশ। কিন্তু এই বৃদ্ধির গতি অত্যন্ত শ্লথ। বিশেষ করে যেখানে প্রাতঃস্মরণীয় মনিষীরা নারীদের এগিয়ে দিতে নিরন্তর কাজ করে গেছে। পাশাপাশি আমেরিকাতে এই হার ৪৫ শতাংশ, বৃটেনে ৪৩ শতাংশ, কানাডাতে ৪২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়াতে ৪০ শতাংশ, এমনকি ব্রাজিলে ৩৫ শতাংশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রতিশ্রুত টাকা না পেয়ে গৃহহীন ২ হাজার পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বিপিএল ভুক্ত ২ হাজার পরিবার গৃহহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের গৃহহীন আবাস যোজনা প্রকল্পে মাতলা–১ ও ২, দিঘীর পাড়, নিকাড়ীঘাটা, ইটখোলা, গোপালপুর, দাঁড়িয়া, বাঁশড়া, হাটপুকুরিয়া, তালদি পঞ্চায়েতগুলি থেকে বিপিএল ভুক্ত ২ হাজার পরিবার প্রথম কিস্তিতে ১৭ হাজার ৫০০ টাকা করে পায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাকা ঘর নির্মাণ করার জন্য। দারিদ্র সীমানার নীচে বসবাসকারী এই সমস্ত পরিবারগুলি প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে ঘর ভেঙে দিয়ে পাকা ঘর করতে শুরু করে। প্রায় ৫ থেকে ৬ মাস হয়ে গেল এখনও পর্যত দ্বিতীয় কিস্তির ৪২ হাজার ৫০০ টাকা তাদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। ফলে গৃহহীন ২ হাজার বিপিএল ভুক্ত পরিবার অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সামনে বর্ষাকাল। এই আতঙ্ক আরও বাড়ছে। ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস

বলেন এই ব্লকে বি পি এল ভুক্ত প্রায় ২ হাজার পরিবার ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তারা এখনও পায়নি। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। খুব শীঘ্রই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা যাতে পায় সেই বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে আলোচনা চলছে। সামনে বর্ষাকাল যাতে গৃহহীনদের কোন সমস্যা না হয় সেদিকটাও দেখা হচ্ছে। ক্যানিং–১ বিডিও বুদ্ধদেব দাস বলেন এই ব্লকে ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে ৩ কোটি টাকা পড়ে আছে। ঠিকমত কাগজপত্র দেয়নি বলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আটকে আছে।

এরপর সাতের পাতায়

বিরোধীরা জামানত বাঁচাক আগে : মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ৫৯তম অধিবেশন অর্থাৎ কলকাতা পুর নিগমের বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের শেষ অধিবেশন বসে গত ৭ মার্চ। আগামী মাসের অর্থাৎ১৮ এপ্রিল শনিবার কলকাতা পুর নিগম আইন (১৯৮০) অনুসারে সপ্তম পুর নির্বাচন। কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের জোকা এলাকা সহ কলকাতার ১৪৪টি পুর ওয়ার্ডের জন্য আগামী ১৮ মার্চ বুধবার পুর নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। সে কারণে রাজ্য সরকারের নির্দেশে এখন পূর্ণাঙ্গ পুর-বাজেট করা যাবে না। তাই এদিন আগামী ছ'মাসের (১ এপ্রিল–৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫) জন্য অন্তর্বর্তী বাজেট (ভোট–অন–অ্যাকাউন্ট বাজেট) পেশ করেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। সংবাদ মাধ্যমের নিকট পুর সূত্রে বিতরণ করা বাজেট বুকলেটে মহানাগরিক জানান, আগামী ছ'মাসের জন্য আনুমানিক আয় ধরা হয়েছে ৮৯৫,২২,১৩ হাজার টাকা। আর ব্যয় ৯৩৮,৭৭,১৮ হাজার টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই ছ'মাসের বাজেটে ঘাটতি থাকছে ৪৩,৫৫,০৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে, 'সাসপেন্স হেডে' টোটাল রিসিপ্ট ধরা হয়েছে ২৯৮,৪১,৫২ হাজার টাকা এবং টোটাল এক্সপেনডিচার ধরা হয়েছে ২৩৯,২৫,০৫ হাজার টাকা। গত ছ'মাসের বাজেটে সম্পত্তি কর সহ সমস্ত ধরনের কর, সার্ভিস চার্জেস, ফিজ এবং রেন্টের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। আগে যেভাবে নেওয়া হত সেভাবেই নেওয়া হবে বলেই মহানাগরিক জানান। পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, আশা করা যাচ্ছে পুর নির্বাচনী প্রক্রিয়া মে মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। নয়া পুর বোর্ড ক্ষমতায় এসে জুন মাসের মাঝামাঝি ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ পুরবাজেট পেশ হতে পারে। সেভাবেই পুর–প্রশাসন তৈরি হচ্ছে।

এদিন আগামী ছ'মাসের আয়–ব্যয়ের হিসাব পেশ করার শেষে মহানাগরিক সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে নিজের ঘরে ডেকে 'সুকৌশলে' তৃণমূলী পুরবোর্ডের 'সাফল্যে'র সুন্দর প্রচারটাও সেরে ফেলেন। মহানাগরিকের বক্তব্য, বর্তমান পুরবোর্ডের নির্বাচনী ইস্তাহারে গত পাঁচ বছরের 'সাফল্যে'র কথা ফলাও করে ছাপানো হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, পুরবোর্ডের 'সাফল্যে'র কথা বলতে গিয়ে এতগুলি পাতা ব্যয় করতে হচ্ছে যে ব্যস্ত মানুষজন তা মনোযোগ সহকারে পড়ার ধৈর্য রাখতে পারবেন না। এত ভলিউমে কাজ হয়েছে যে অবধারিত ভাবে ইস্তাহারে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের পৃষ্ঠার সংখ্যা অনেকটাই বেশি হবে। এদিন মহানাগরিক কার্যত নিত্য সংখ্যালঘু হতে থাকা বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, 'পুর ভোটে জেতা তো দূরের কথা। আগে জমানত রক্ষা করুন'।

অন্যদিকে 'শোভন–জমানার' একাধিক বিতর্ককে খুব একটা 'গুরুত্ব' দিচ্ছেন না মহানাগরিক। মেয়রের বক্তব্য, 'সমস্ত বিতর্ক স্বাগত, তবে স্বচ্ছ, গঠনমূলক, নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রত্যাশা করছি'। ত্রিফলা কেলেঙ্কারিকে মহানাগরিক রীতিমতো ত্রিসীমানার বাইরে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ত্রিফলা বিতর্ক কখনই আমাদের বিদ্ধ করে নি।

বিশ্ব বাজারের পথ ধরে পতন ভারতেও

তেজিয়ান বাজারের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ

শুদ্ধাশিস গুহ

বাজেট শেষ। ভালো না মন্দ হয়েছে তা বুঝতে না বুঝতেই ভারতীয় শেয়ার বাজার হঠাৎ করে কারেকশন বা সংশোধনীর মুডে চলে এসেছে। যদিও এবার বাজারের গতিবিধি বুদ্ধুরাম বানিয়েছে অনেক বিশেষজ্ঞকেই। বিশেষ করে বাজার পড়তে শুরু করেছে এমন এক দিনে যেদিন সাতসকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন ফের সুদের হার কমান পয়েন্ট ২৫ বেসিস। গত জানুয়ারিতে এরকম এক সুদের হার কমানোর খবরে ভারতীয় অর্থ বাজার খুব দ্রুত সাড়া দেয়। যদিও সেটি ছিল বহুবছর পর সুদ কমানোর পদক্ষেপ। প্রত্যাশিত ছিল ভারতীয় বাজারের ইতিবাচক সাড়া প্রদানের। এমন একটা সময় ভারতীয় বাজার এই খবরে সাড়া দেয় যখন নিফটি আট হাজারের ঘর ভেঙে নতুন নিম্নমুখী অবস্থান নিয়েছিল। খবর

অর্থনীতি

রটে গিয়েছিল ভারতীয় সূচক অনেকটাই নিচে, মানে সাত হাজারের মাঝামাঝি চলে আসতে পারে। রঘুরাম রাজনের সেবারের সুদ কমানোর সিদ্ধান্তে নয়া উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায় বাজার।

এবারেও মনে করা হয়েছিল বাজার বোধহয় ফের মহা–র‍্যালির পথে হাঁটবে। এখানেই বোকা বানাল বাজার। প্রমাণ করে দিল শেয়ার বাজার আছে শেয়ার বাজারেই। অর্থাৎ যেখানে বারবার ভুল দিকে ধাবিত হবে সাধারণ লগ্নিকারী থেকে ট্রেডাররা। বাজেটের পর (যা মোটামুটি বাজারমুখী হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে) সুদের হারের একদফা কমে যাওয়া সব মিলিয়ে উপাদান মজুত ছিল একেবারে উচ্চতার শিখরে ওঠার। প্রাথমিকভাবে বাজেট এবং সুদের হার কমানো, এই দুয়ের যোগফলে ভারতীয় নিফটি ৯১০০, সেনসেক্স ৩০ হাজারের ঘরে পা রাখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশার পারদ আরও চড়তে শুরু করে। এখান থেকেই নিচের দিকে আসতে শুরু করেছে ভারতীয় সূচকদ্বয়। এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত বাজারের নিচের দিকে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় বাজারের এই পতনকে এইসময় ত্বরান্বিত করেছে বিদেশের বাজারের নেতিবাচক অবস্থান। বিশেষ করে আমেরিকার সূচকত্রয় ন্যাসড্যাক, ডাও জোন্স এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর ক্রমশ পড়তে শুরু করেছে।

এর আগে অবশ্য আমেরিকার বাজার ব্যাপক হারে বেড়েছে। আগের উত্থান পর্বকে ছাপিয়ে এবার মার্কিন বাজার অনেকটাই বেড়েও গিয়েছিল। তাই সেই অর্থে এভাবে বাজারের নিচে চলে আসা একধরনের কারেকশন পর্ব চলার মতো। ফলে বাজারের এই অবতরণ হয়তো সেদিক থেকে ভয় পাওয়ার মতো নয়। তবে যেদিকটা এই মুহূর্তে সবথেকে ভাবাচ্ছে তা হল মার্কিন ফেড নাকি খুব শীঘ্রই সুদের হার বাড়াতে পারে সেদেশে।

এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে ভারতের মতো ইমার্জিং মার্কেট যেখানে বিদেশিদের প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করা আছে তা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ভয় থেকেই যায়। এর বিরুদ্ধ মতও আছে। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যাঁরা ভারতীয় শেয়ার বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁদের মতে ভারতীয় বাজার এখন বুল রান বা তেজিয়ান অবস্থানে রয়েছে। এই বাজার থেকে বিদেশিরাও সহজে খুব বেশি অর্থ তুলে নিতে চাইবে না। বরং সাময়িক কারেকশন শেষ হওয়ার পরে আবার পুরোদমে বাড়বে ভারতীয় বাজার।

সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটি এবং সেনসেক্স পৌঁছে যেতে পারে যথাক্রমে ১০ হাজার এবং ৩৩ হাজারের ঘরে। আগামী ২–৩ বছরের মধ্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার বাড়তে পারে আরও অনেকটাই। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এই ধরনের কারেকশনে যখন বাজার নিচে আসবে তখন ভালো শেয়ার কিনে নিতে হবে পড়তির দামে। পড়ে বাজার বাড়লে মওকা বুঝে ভালো লাভে তা বেচে দিতে হবে। যারা দীর্ঘদিন ব্যাপী লগ্নি করতে চান তারা অল্প অল্প করে প্রতিটি পতনে ভালো জাতের শেয়ার খরিদ করতে পারেন। সবথেকে যে বিষয়টি এই সময় বেশি ভাবাচ্ছে তা হল এই বুল মার্কেটে অর্থবান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এসে যাচ্ছে হাতের সামনে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে সময় বুঝে। তাহলেই আপনার সম্পদ অনেকটাই বেড়ে যাবে, হয়ে উঠবেন সফল লগ্নিকারী।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০১৫

১) মেষ : নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। বন্ধুদের সাহায্যে লাভবান হবেন, পতিপত্নীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সফলতা আসবে, লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে।

২) বৃষ : শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন কিন্তু অন্তরঙ্গ হবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে মিশ্রফল পাবেন। ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা আসবে। আয় ভালই হবে।

৩) মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও বিবিধ সমস্যা এসে পড়বে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ।

৪) কর্কট : প্রেম–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আপনার উন্নত চিন্তাধারার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও সাফল্যের যোগ রয়েছে।

৫) সিংহ : বীর বিক্রমে এগিয়ে চলুন। আপনার অবশ্যই সাফল্য আসবে, গৃহে কোনও না কোনও কারণে অশান্তি লেগে থাকবে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। তথাপি আপনি সম্মান পাবেন। আয় ভালই হবে।

৬) কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ না করলে আপনি প্রতি মুহূর্তে ভুল করে ফেলবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলুন। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।

৭) তুলা : আপনার সুন্দর ব্যবহার আপনাকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করাবে। শিক্ষায় মন দিলে ভালো ফল পাবেন। স্নেহ প্রীতির পক্ষে সময়টি শুভ। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মে উন্নতির যোগ। আয় ভালোই হবে কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা।

৮) বৃশ্চিক : মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে এসে পড়বে, অর্থনৈতিক দিক শুভ বলা চলে। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো। ধর্ম বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ বাড়বে।

৯) ধনু : পানাহার বুঝে করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। কোনও ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যেতে পারেন। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

১০) মকর : কোনও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। তাঁর বুদ্ধিতে আপনি কিছুটা লাভবান হবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিক মতো করতে সমর্থ হবেন। ভ্রমণে বাধা।

১১) কুম্ভ : বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

১২) মীন : ক্রোধকে সংযম না করলে শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

রাজ্যের কারা দফতরে ৭৬০ জেল পুলিশ

কাজের খবর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশোধনাগার প্রশাসনিক বিভাগে 'ওয়ার্ডার' ও 'ফিমেল ওয়ার্ডার' পদে ৭৬০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারেন ওয়ার্ডার মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে—বাঙালিদের বেলায় লম্বায় অন্ততঃ ১৬৭ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৮ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৬ সেমি। গোর্খা, রাজবংশী তঃউঃজাঃদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি, বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি ও ফুলিয়ে ৮১ সেমি। ওজন হতে হবে ১৬০ সেমি উচ্চতার জন্য ৫২–৬৫ কেজির মধ্যে, ১৬২সেমি উচ্চতার জন্য ৬৬ কেজির মধ্যে, ১৬৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৭ কেজির মধ্যে, ১৬৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৬–৭১ কেজির মধ্যে, ১৭০ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৮–৭৩ কেজির মধ্যে, ১৭২ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৯–৭৪ কেজির মধ্যে, ১৭৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৬০–৭৫ কেজির মধ্যে, ১৭৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৬২–৭৭ কেজির মধ্যে, ১৭৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৪–৭৯ কেজির মধ্যে, ১৮০ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৫–৮০ কেজির মধ্যে, ১৮২ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৬–৮২ কেজির মধ্যে, ১৮৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৭–৮৪ কেজির মধ্যে, ১৮৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৯–৮৬ কেজির মধ্যে, ১৮৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৯–৮৬ কেজির মধ্যে, ১৮৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৭১–৮৮ কেজির মধ্যে, ১৯০ সেমি উচ্চতার জন্য ৭৩–৯০ কেজির মধ্যে। ১৯২ সেমি উচ্চতার জন্য ৭৩–৯০ কেজির মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬৫৯টি (জেনাঃ ২১০, জেনাঃ ই.সি ১১৪, জেনাঃ প্রাঃসংকঃ ২৭, তঃজাঃ ৯৭, তঃজাঃ ই.সি ৪৭, তঃজাঃ প্রাঃসংকাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ই.সি. ১৩, ওবিসি–এ ক্যাটেগরি ৪৭, ও.বি.সি এ ক্যাটেগরি ই.সি. ২১ ও.বি.সি–বি ক্যাটেগরি ৩৪, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ই.সি. ১৪

ফিমেল ওয়ার্ডার : মাধ্যমিক পাশ মেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে—বাঙালিদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি, গোর্খা, রাজবংশী, তঃউঃজাঃদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। ওজন হতে হবে ১৫২ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৪–৫৭ কেজির মধ্যে, ১৫৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৪–৫৮ কেজির মধ্যে, ১৫৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৫–৫৮ কেজির মধ্যে, ১৫৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৬–৫৯ কেজির মধ্যে, ১৬০ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৮–৬১ কেজির মধ্যে, ১৬২ সেমি উচ্চতার জন্য ৪৯–৬২ কেজির মধ্যে, ১৬৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৫০–৬৪ কেজির মধ্যে, ১৬৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৫০–৬৪ কেজির মধ্যে, ১৬৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৫২–৬৬ কেজির মধ্যে, ১৬৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৫২–৬৬ কেজির মধ্যে, ১৭০ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৩–৬৭ কেজির মধ্যে, ১৭২ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৫–৬৯ কেজির মধ্যে, ১৭৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৬–৭০ কেজির মধ্যে, ১৭৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৮–৭২ কেজির মধ্যে, ১৭৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৫৯–৭৪ কেজির মধ্যে, ১৮০ সেমি উচ্চতার জন্য ৬০–৭৭ কেজির মধ্যে, ১৮২ সেমি উচ্চতার জন্য ৬১–৭৮ কেজির মধ্যে, ১৮৪ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৩–৮০ কেজির মধ্যে, ১৮৬ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৪–৮২ কেজির মধ্যে, ১৮৮ সেমি উচ্চতার জন্য ৬৬–৮৪ কেজির মধ্যে। মূল মাইনে : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০১টি (জেনাঃ ৩৫, জেনাঃ ই সি ১৬, জেনাঃ গ্রাঃসংকঃ ৪, তঃজাঃ ১৪, তঃজাঃ ই.সি ৭, তঃ জাঃ প্রাঃসংকঃ ১, তঃউঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ই.সি. ৩, ওবিসি.–এ ক্যাটেগরি ৭, ও বি সি–এ ক্যাটেগরি ই.সি. ৩, ও বিসি বি ক্যাটেগরি ৫, ওবিসি–বি ক্যাটেগরি ইসি–২।

সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১–১–২০১৫ হিসাবে। তপশিলীর ৫ বছর ও.বি.সি'র ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। প্রথমে শারিরীক মাপজোখের পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে। শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক মেশিনে উচ্চতা ও ওজন মাপা হবে। এরপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় 'ওয়ার্ডার' পদের বেলা ৬০০ মিটার দৌড়। ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। আর 'ফিমেল ওয়ার্ডার' পদের বেলা ৪০০ মিটার দৌড়। ২ মিনিটে সম্পূর্ণ করলে কোয়ালিফাইং করতে পারবেন। দৌড় পরীক্ষা করা হবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ডিভাইসে। একবারই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার সুযোগ পাবেন।

শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে ৬০ নম্বরের ৯০ মিনিটের অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের লিখিত পরীক্ষা হবে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১.৫ নম্বর। এই পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল নলেজ–৩০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন (২) ইংরিজি – ২৪ নম্বরের ১৬টি প্রশ্ন, (৩) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (মাধ্যমিক মানের) ১৫ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন (৪) রিজনিং ১২ নম্বরের ৮টি প্রশ্ন (৫) কম্পিউটার লিটারেসি ৯ নম্বরের ৬টি প্রশ্ন। উত্তর দিতে হবে ও এম আর শীটে। প্রশ্ন হবে বাংলা, ইংরিজি, হিন্দি ও নেপালী ভাষায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্যে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সপল হলে ১০ নম্বরের ইন্টারভিউ। সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, তথ্যমিত্র কেন্দ্রে মাধ্যমে বা, অফলাইনে।

অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে, : www.policewb.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো (ফটোর মাপ হবে চওড়া ১৩৮ পিক্সেল ও উচ্চতায় ১৭৭ পিক্সেল) আর সিগনেচার (মাপ হতে হবে চওড়া ২৫০ পিক্সেল ও উচ্চতা ৪৫ পিক্সেল) জেপিজি ফর্মাটে স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের এই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেবেন। তখন স্ক্রিনে রেফারেন্স নম্বর পাবেন যা, ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে লিখে নিতে হবে। নিজের জন্ম–তারিখ পাশওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করবেন। এছাড়াও রেফারেন্স নম্বর ইমেল বা এস এম এস করে পাঠানো হবে।

এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। তখন সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৫ টাকা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন অটো জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর পাবেন। একবার সাবমিট করা হলে আর কোনও তথ্য বদল করতে পারবেন না।

তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে পারবেন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি প্রায় ৪,৮০০টি তথ্য মিত্র কেন্দ্রে। কোথায় কোথায় তথ্য মিত্র কেন্দ্র আছে তার তালিকা পাবেন ওপরের এই ওয়েবসাইটে। তথ্য মিত্র কেন্দ্রের কর্মীরাই আপনার ফর্ম অনলাইনে পূরণ করে দেবেন। এজন্য ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন বা, তথ্য মিত্র কেন্দ্র থেকেই স্ক্যান করে নিতে পারবেন। তখন প্রসেসিং ফী বাবদ ২০০ টাকা আর সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০০ টাকা দিতে হবে। তপশিলীদের বেলায় শুধুমাত্র ২০ টাকা দিতে হবে। তথ্য মিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমে দরখাস্ত জমা করার পর সংশ্লিষ্ট কর্মী রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ অ্যাকনজেলমেন্ট প্রিন্ট করে দেবেন। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও রিসিপ্ট যত্ন করে রেখে দেবেন।

অফলাইনে দরখাস্ত করবেন ৭৫ জিএসএম এর এ–৪ মাপের সাদা কাগজের উভয় পিঠে, নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.policwb.gov.in, www.wbcorrectionalservices.gov.in এছাড়া পাবেনwww.karmosangsthan.com ওয়েব সাইটের Download Forms এর মধ্যে কিংবা সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র থেকে কিনতে পারবেন (তখন নগদে ৬ টাকা দিতে হবে)। ফর্ম কেনার সময় উভয় পিঠে ইউনিক নম্বর/কোড প্রিন্ট করা আছে কিনা দেখে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা জমা দেবেন পোস্ট অফিসে টাকা জমা দিতে পারবেন, তার তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর পোস্ট অফিস থেকে ই–পেমেন্ট রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন (১) পোস্ট অফিস থেকে নেওয়া ই–পেমেন্ট রিসিপ্ট (নির্দিষ্ট জায়গায় সাঁটার পর সই করবেন)। (২) এখনকার তোলা ৩.৫×৪.৫ সেমি মাপের ১ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। এছাড়া অন্য কোনও প্রমাণপত্র পাঠাতে হবে না। দরখাস্ত–ভরা খামের ওপর লিখবেনName of the Recruitment, Name of the post ও Application Sl. No. পূরণ করা দরখাস্ত ও অন্যান্য প্রমাণ ৩২×২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠাবেন। দরখাস্ত পৌঁছানো চাই ২৭ মার্চের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th Floor, Block DJ, Sector–II, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, ফর্ম পূরণ করতে বা কোনও রকম অসুবিধা হলে, ফোন করুন এই নম্বরে ৯১৮০১৩০৩৩৩০০, ৯১৮০১৩০৩৩৩২২ কিংবা মেল করুন এই নম্বরে info.wbprb@applyhninet.co.in.

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ১২০০, ১ বছরের ট্রেনিং নিয়ে চাকরি

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ও বরোদা মণিপাল স্কুলের যৌথ উদ্যোগে 'ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিনান্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা' কোর্স পড়াচ্ছে। এই কোর্স পাশ হলে ব্যাঙ্কের জুনিয়র ম্যানেজার গ্রেড/স্কেল–এ 'প্রবেশনারি অফিসার' পদে চাকরি পেতে পারেন। তখন মূল মাইনে : ১৪,৫০০–২৫,৭০০ টাকা। ১ বছরের কোর্স। ফী ৩.৮৬ লাখ টাকা।

যে কোন শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। এবছর যাঁরা ডিগ্রি কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য, তবে তাঁদের বেলায় ১ জুনের মধ্যে পাশ মার্কশীট দেখতে হবে। বয়স হতে হবে ১৭–৩–২০১৫'র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ১৮–৩–১৯৮৭ থেকে ১৭–৩–১৯৯৫'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মনোনীত হলে এই কোর্স পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক অফ বরোদা থেকে ঋণ পেতে পারেন। তবে চাকরি পাওয়ার পর ই.এম.আই মারফৎ ওই ঋণ ৮৪ মাসের মধ্যে শোধ করতে হবে। সীট : ১,২০০টি (জেনাঃ ৬৩৬টি, ও.বি.সি ৩২৪, তঃজাঃ ১৮০, তঃউঃজাঃ ৯০)। সেশন শুরু জুলাইয়ে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথম 'অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট' হবে ১৮ এপ্রিল। ২ ঘন্টার ২০০ নম্বরের এই পরীক্ষায় ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) রিজনিং, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, (৩) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, (৪) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতিটি পার্টে থাকবে ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, বর্ধমান, গুয়াহাটি, মজঃফরপুর, পাটনা, জামশেদপুর, রাঁচী, ভুবনেশ্বর। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ইন্টারভিউ দিতে দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন বা বাস ভাড়া পাবেন। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন। সফল হলে ৪ গুণ প্রার্থীকে গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ১৭ মার্চের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.bankofbaroda.co.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার ২০০ ডিপিআইতে স্ক্যান করে নেবেন। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফি বাবদ ৬০০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই এম পি এস, ক্যাশ কার্ড। মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে দিতে পারেন, ১৭ মার্চের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য সঠিকভাবে দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

নাম রেজিস্ট্রেশন করার পর 'সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম' প্রিন্ট করে নেবেন। দরখাস্ত করার পর কোনও প্রমাণপত্র ডাকে পাঠাতে হবে না। ফী পেমেন্ট রিসিপ্টের ৩টি কপি অনলাইন অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের সময় নিয়ে যেতে হবে। গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যায়িত নকল ও মূল নিয়ে যাবেন।

তপশিলি জাতি/ উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিখরচায় প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক তপশিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নিখরচায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। স্পোকেন ইংলিশ, স্টেনোগ্রাফি এবং 'ও' লেভেল কম্পিউটার (সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার) সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৮–৩০ বছর বয়স উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা হল :

সাব– রিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার,
কোচিং–কাম–গাইডেন্স সেন্টার (তপশিলি জাতি/উপজাতি),
ভি আর সি (এইচ) ভবন, ইন এন/৮১, সেক্টর–৫, সল্টলেক,
কলকাতা–৭০০ ০৯১
দূরভাষ – ০৩৩–২৩৫৭ ২০০৮

যোগাযোগের সময় প্রার্থীদের বৈধ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নথিভুক্তিকরণ কার্ড ও সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে।

কলকাতার কোচিং–কাম–গাইডেন্স সেন্টারের এমপ্লয়মেন্ট আধিকারিকের পক্ষ থেকে এই প্লেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে।

দুই সুন্দরীর হাতে ঝুলছে বেহাল কাকদ্বীপ বনঘেরী সেতু

বাপন মণ্ডল

কাকদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামগুলির যোগসূত্র হল কালনাগিনী খাল। এই খালের উপর দিয়ে যেমন নামখানাগামী রেল লাইনের ব্রিজ গিয়েছে। তেমনি ছোটো বড় মিলিয়ে অনেক সেতুই খালের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামের যোগাযোগের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে।

এই সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম হল কাকদ্বীপ বনঘেরী সেতু। কাকদ্বীপ বামুনের মোড় থেকে নামখানা ও পাথরপ্রতিমা যাওয়ার একমাত্র বাইপাস সড়কে থাকা এই সেতুটি বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। এই সেতু দিয়ে মানুষ যাতায়াতের পাশাপাশি সাইকেল এমনকি, মাছ ও পান বোঝাই করা বড় বড় গাড়িও যায়। ২০ জুন ২০০৩ সালে তৎকালীন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভাধিপতি শোভা দত্ত এই সেতুর উদ্বোধন করেন। কিন্তু তারপরে প্রায় ১২ বছর কেটে গেলেও পড়ে ভেঙে গিয়েছে অনেক আগেই। খালের দুই প্রান্তে হওয়া সুন্দরী, গরান প্রভৃতি গাছগুলি যেন হাত দিয়ে সেতুটাকে তুলে ধরে আছে। সেতুকে কেন্দ্র করে দশ মিটারের মধ্যে রয়েছে তিনটি বাচ্চাদের স্কুল। তার মধ্যে একটি হল সুন্দরবন সাউথ পয়েন্ট নার্সারি ও কে জি স্কুল, একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বনঘেরী নিবেদিতা প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র। তিনটি স্কুলের প্রায় আটশো ছাত্র–ছাত্রী যাতায়াত করে এই সেতু দিয়ে।

এখনও পর্যন্ত কোনও বড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও বিভিন্ন ছোট ছোট দুর্ঘটনা প্রতিদিন লেগেই রয়েছে এই সেতুতে। স্থানীয় বাসিন্দা তারক ধর বলেন, ''একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় সেতুতে রেলিং না থাকায় আমার ছেলের সাইকেল সেতুর উপর দিয়ে খালে পড়ে যায়। ভাগ্যক্রমে আমার ছেলেটা বেঁচে যায়।'' সেতুটির ব্যাপারে স্থানীয় উপপ্রধান দেবব্রত মাইতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যান।

ওয়ার্ড সংরক্ষণের জেরে, বজবজ পুরসভার হেভিওয়েট নেতারা এলাকাছাড়া

দীপক ঘোষ

বজবজ পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ২০। ২০১০ সালে পুরবোর্ড গঠনের সময় দলগত অবস্থান ছিল তৃণমূল ৭, কংগ্রেস ৫, সিপিএম ৫, ফরওয়ার্ড ব্লক ১, নির্দল ২টি ওয়ার্ড। রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর পর পুর বোর্ডের অনেক কাউন্সিলর দল পরিবর্তন করে। বর্তমানে বজবজ পুর বোর্ডের দলগত চিত্র এইরকম তৃণমূল ১২, কংগ্রেস ১, সিপিএম ৫, ফরওয়ার্ড ব্লক ১, নির্দল ১।

আগামী ২৫ এপ্রিল বজবজ, মহেশতলা পুরসভা সহ ৯৪টি পুরসভার নির্বাচন হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে এখন খবর। গত ২ ফেব্রুয়ারি ওয়ার্ড সংরক্ষণ তালিকা প্রকাশ দিয়েছেন জেলা শাসক শান্তনু বসু। তবে এটিকে প্রার্থী তালিকা বলা হলেও পরিবর্তন নাও হতে পারে। উপরের চিত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৬টি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য ১টি করে ওয়ার্ড তপশিলি ও তপশিলি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ১২টি ওয়ার্ডে সাধারণ প্রার্থীরা লড়তে পারবেন। মহিলাদের জন্য ২, ৫, ৯,১২, ১৬, ১৯ নং ওয়ার্ডগুলি সংরক্ষিত আছে। ২৪ নং ওয়ার্ড টি তপশিলি মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। য়ার্ড সংরক্ষণের তালিকায় অনেক নেতাই নিজেদের নির্বাচিত ওয়ার্ড থেকে দাঁড়াতে পারবেন না। বিরোধী দলনেতা সি পি এমের প্রদ্যুৎ মজুমদারের ওয়ার্ডটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সে জন্য তিনি দাঁড়াতে পারছেন না ওই ওয়ার্ড থেকে। অন্যদিকে ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত ৯ নং ওয়ার্ড মহিলা হওয়ার জন্য তাকে অন্য ওয়ার্ড প্রার্থী হন, তারই লড়াই চলছে ওয়ার্ডে–ওয়ার্ডে, ফলে সেই ওয়ার্ডের নির্বাচিত প্রতিনিধি এলাকা ছাড়তে নারাজ। ফলে নেতাদের মধ্যে মনকষাকষি, দ্বন্দ্ব চলছে, এও শোনা যাচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থীদের ছড়াছড়ি হবে বলে বজবজের রাজনৈতিক মহল মনে করছে। তবে বিজেপি সবকটি ওয়ার্ডে এবার প্রার্থী দেবে বলে জানা গেছে।

ওয়ার্ড নং	কাউন্সিলর	বোর্ড গঠনের সময় অবস্থান	সংরক্ষণ ২০১৫
১	পম্পা ঘোষ	টিএমসি	সাধারণ
২	রামদিন গুপ্তা	কংগ্রেস	মহিলা
৩	শঙ্কর প্রামাণিক	আইএনডি	সাধারণ
৪	মাধবী দাস	ফরোয়ার্ড ব্লক	সাধারণ
৫	মলু দে	টিএমসি	মহিলা
৬	আয়েত্রী দত্ত	কংগ্রেস	সাধারণ
৭	আমিনুল সাঁপুই	কংগ্রেস	তপশিলি
৮	আমিনা বেগম	কংগ্রেস	সাধারণ
৯	গৌতম দাশগুপ্ত	কংগ্রেস	মহিলা
১০	হিমাংশু সিংহ	টিএমসি	সাধারণ
১১	শিখা মাইতি	টিএমসি	সাধারণ
১২	প্রদ্যুৎ মজুমদার	কংগ্রেস	মহিলা
১৩	দীপক ঘোষ	টিএমসি	সাধারণ
১৪	বাণী খাঁড়া	আইএনডি	তফঃ মহিলা
১৫	উৎপল মণ্ডল	সিপিএম	সাধারণ
১৬	পঞ্চানন দাস	টিএমসি	মহিলা
১৭	শেখ জয়নুল	সিপিএম	সাধারণ
১৮	রুনা লায়লা বোস	সিপিএম	সাধারণ
১৯	লুৎফর হোসেন	টিএমসি	মহিলা
২০	রেখা রায়	সিপিএম	সাধারণ

হুগলিতে তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচনে কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর: আসন্ন পুরভোটে হুগলিতে তৃণমূল (কং) প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে দলের কোন্দল শনিবার (৭ মার্চ) একেবারে রাস্তায় নেমে এল। চন্দননগরে রবীন্দ্রভবন লাগোয়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাঘরে এদিন তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক হয়। এদিন যদিও কোনও সংবাদ মাধ্যমকে রুদ্ধদ্বারা সভাঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিটি পুরসভায় এবারে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত বর্তমান কাউন্সিলারদের মধ্যে অনেকেই এবার টিকিট পাচ্ছে না। এদের প্রার্থী হিসাবে চাইছেন না। দলের একাংশ।

যদিও আসন বিন্যাসে অনেক ওয়ার্ড মহিলা সংরক্ষিত হয়েছে। এই নির্বাচন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ রত্না দে নাগ শ্রম সচিব তপন রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম চন্দননগরের মেয়র বিধায়ক অশোক সাংসদ অপরূপা পোদ্দার প্রমুখরা। এদিকে উত্তরপাড়া পুরসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা নিয়ে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী বিরুদ্ধে অপমানকর মন্তব্য করার অভিযোগ তুলেছেন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল। বৈঠকে অনুপ ঘোষাল একটি আলাদা করে প্রার্থী তালিকা দেন। অনুপ বাবুর অভিযোগ, কল্যাণ ব্যানার্জী রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বলেন, আপনাকে উত্তরপাড়া থেকে ফুটিয়ে দেব। এ প্রসঙ্গে রাতেই দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি যান অনুপ ঘোষাল। তবে এদিন পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠে। একই ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক বর্তমান কাউন্সিলাররা। যদিও সকাল থেকেই চন্দননগর রবীন্দ্রভবন এলাকায় টান টান উত্তেজনা ছিল। অন্যদিকে হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী জয়দেব অধিকারীকে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিন। সরকারি ভাবে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের আগেই নাম দিয়ে দেওয়াল লিখন করেছেন। হুগলি জেলার পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, যিনি এই কাজ করেছেন ঠিক করেন নি। রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিলেন জয়দেব অধিকারী।

৪ বছর ধরে জলের সমস্যায় জর্জরিত হাওড়াবাসী

বৈশালী সাহা

বিগত ৪ বছর ধরে জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে হাওড়াবাসীকে এমনটাই অভিযোগ আনলেন হাওড়ার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী। শনিবার থেকে একেবারেই জল পাওয়া যাচ্ছে না এই কারণেই সন্ধ্যে ৭টা ৪৫ মিনিট থেকে ৮টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত পঞ্চাননতলা রাস্তা জুড়ে চলল অবরোধ। প্রায় ৫০ জন পরিবার এবং তাদের বাড়ির বয়স্কদের এবং পরীক্ষার্থীদেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অবরোধকারীদের একজন অলকা চৌধুরী বলেন—''এই জলের জন্য চার বছর ধরে অরুণ রায় চৌধুরী, অরূপ রায়, গৌতম দত্ত এবং লোকাল কাউন্সিলর সৌরভ দাস প্রত্যেককে বারংবার জানিয়েও

কোনও রকম সুরাহা মেলেনি।

কাউন্সিলর সৌরভ দাস এবং গৌতম দত্ত বলেছেন অনেক চেষ্টাই করা হচ্ছে জল সরবরাহ সঠিক ভাবে করার জন্য। আগামীকাল দুপুরে ১২টা ৩০ মি নাগাদ মিস্ত্রিদের নিয়ে গিয়ে জল দেওয়ার কিছু সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৪ নং ওয়ার্ডের এই বাসিন্দাদের অভিযোগ হাওড়ার মেয়রের ওয়ার্ডের জলের কোনও সমস্যা নেই ৩০টি ওয়ার্ড জল পেলেও ২০টি ওয়ার্ডে মিলছে না জল।

অরুণ রায় চৌধুরীকে আসতে বলায় তিনি বলেন, এমনভাবে অবরোধ চালালে জল আর পাবেন না কেউ। শুক্রবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্কুলে পৌঁছাবার রাস্তা একটাই যদি জল না আসে তারা আবার অবরোধ করবে। তাহলে সমস্যায় পড়তে হবে কাদের?

তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজনৈতিক সম্মেলন

কুনাল মালিক : গত ৮ মার্চ বজবজ ২ নং ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে রাজনৈতিক

সম্মেলনের অয়োজন হয়েছিল ডোঙারিয়ার জয়ন্তী সিনেমা হলে। সকালে তৃণমূলের পতাকা উত্তোলন করে সম্মেলনের সূচনা করেন জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল কাশেম রসুলী। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। সম্মেলনে প্রতিটি অঞ্চল থেকে কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বপন রায়, ডাঃ তরুণ রায়, রহিম খান, দেব প্রসাদ মিত্র, কানাই সাঁতরা, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা মিত্র, ভক্তরাম মন্ডল, তুষার সরদার প্রমুখ নেতৃবর্গ। ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি কুতুবউদ্দিন মোল্লা বলেন, প্রতিটি অঞ্চল কমিটি নতুন করে গঠন করা হবে। আগামী ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হবে। আগামী বিধান সভা নির্বাচনে দলকে ব্যাপকভাবে জেতানোর লক্ষ্যে শপথ নেওয়া হয় সম্মেলনে।

প্রেমিকের খোঁজে

সর্বস্ব খুইয়ে হোমে কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : প্রেমিকের খোঁজে এসে সর্বসান্ত হল এক কিশোরী প্রণয়ী। শনিবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন চত্বরে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাঘুরির সময় কিশোরিকে উদ্ধার করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেন এক মহিলা। আপাতত কিশোরির ঠাঁই হয়েছে জেলার এক হোমে। পূর্বমেদিনীপুরের ভগবানপুর থানার নিশিকান্তপুরের বাসিন্দা বছর ষোলের মমতা জানা। মমতা এবার স্থানীয় নেজভেড়ি এস সি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পরিবারের তিন ভাইবোনের মধ্যে মমতা মেজ। বাবা আলুর গুদামে শ্রমিকের কাজ করেন। বছর খানেক আগে মোবাইল ফোনে আলাপ হয় নামখানার দেবনগরের বাসিন্দা অরবিন্দ সিংহের সঙ্গে। ফোনে দু'জনের প্রেম গাঢ় হলেও কেউ কাউকে চোখে দেখেনি। বছর একুশের অরবিন্দ পেশায় অন্ধ্রপ্রদেশের একটি পেপার মিলের শ্রমিক। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বৃহস্পতিবার বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে মমতা বাড়ি ছাড়ে। শুক্রবার সকালে মমতা নামখানা পৌঁছয়। আসার পর থেকে মমতা অরবিন্দকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অরবিন্দ অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাড়ি না ফেরায় আতান্তরে পড়ে যায় মমতা। অগত্যা সারারাত ফেরিঘাটে কাটে মমতার। প্রেমিক অরবিন্দ ফেনে মমতাকে বাড়ি

ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু নাছোড় প্রণয়ী একবার প্রেমিককে চোখের দেখা না দেখে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না বলে পণ করে। খাওয়া–দাওয়া ভুলে রাস্তায় ঘুরতে থাকে মমতা। শনিবার সকালে ট্রেন ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ যাবে বলে নামখানা থেকে হাওড়াগামী বাস ধরে। কিন্তু বাসের মধ্যে ব্যাগ থেকে সর্বস্ব খোয়া যায় মমতার। টাকা, মোবাইল সব হারিয়ে ডায়মণ্ড হারবারে নেমে যায় সে। সেইসময় এক মহিলা মমতাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরে চাইল্ড লাইনে নিয়ে যায়। তবে উদ্ধারের পর মমতা কিছুই খাচ্ছে না। এমনকি কথাও বলতে চাইছে না। ইতিমধ্যে পূর্বমেদিনীপুর জেলায় মমতার বাড়ির ঠিকানা ধরে খোঁজ শুরু করেছে। অন্যদিকে অরবিন্দ ফোনে প্রেমের কথা স্বীকার করে জানান, মমতাকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করুন। আমি বাড়ি ফিরে অবশ্যই দেখা করব। জেলা শিশু কল্যাণ সমিতি বাড়ি ফেরাবে মমতাকে।

মহানগরে

পুরবোর্ডের ক্ষমতার্জনে এবার নিজের পরিবার থেকে জামাইয়ের পরিবার

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পুরনিগম আইন (১৯৮০) অনুসারে সপ্তম পুর নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় দৃষ্টান্তমূলক বিষয় যদি কিছু একটা থাকে, তবে তা হল 'পরিবারকেন্দ্রিকতা'। যদিও প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পূর্বে 'টলিউড' জগতের কয়েকজন উঠতি তারকার নাম বিবিধ মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তবে এই প্রার্থী তালিকায় যে দু' একজন একক দক্ষতায় স্বনামধন্য হয়ে উঠেছেন, রাজনীতির সঙ্গে যাঁর কোনও সম্পর্ক না থাকা ব্যক্তি হলেন ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী, ফুটবলার শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় কী মাঠে–মাঠের বাইরে, অত্যন্ত ভদ্র। এই প্রাক্তন তারকা শতবর্ষের জাতীয় দল মোহনবাগানে খেলেছেন দীর্ঘ এক দশক আর ইস্টবেঙ্গলে ছিলেন দু'বছর। ভারতের সর্বকালের সেরা ফুটবল টিম তৈরি করতে গেলে সাইডব্যাক পজিশনে শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই রাখবেন। ছেলে রোহিত ও মেয়ে দেবলীনা দু'জনেই থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। স্ত্রী মধুমিতাকে নিয়ে রুবি হাসপাতালের নিকট বাইপাস চত্বরে ছোট্ট পরিবার শ্যামলবাবুর। শ্যামলবাবুকে যে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী করা হয়েছে সেটির বর্তমান পুরপ্রতিনিধি হলেন তৃণমূলেরই পার্থ রায়চৌধুরি। অন্য আরেকজন হলেন, রাজনৈতিক মহল যাকে তৃণমূলী চমক বলে মনে করছে, পুরোনো দিনের অভিনেতা ও বর্তমান বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী প্রার্থী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে অনন্যাকে প্রার্থী করেছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম কেন্দ্রে অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি'র প্রার্থী ছিলেন জয়বাবু। সে সময় স্বামী–স্ত্রী 'মনোমালিন্য' কে রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে টেনে আনা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। তা নিয়ে সেসময় রাজ্যে একটা আলোড়ন ওঠে। এই প্রেক্ষিতে 'বিজেপি'র কোর্টে ঢিল ছুঁড়ে দিলেন। অনন্যাদেবীকে যে ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী করা হয়েছে সেটির বর্তমান সিপিআইএম পুরপ্রতিনিধি হলেন রুমকি দাস।

এবার আসি পরিবারতন্ত্রে। এতদিন পুরপ্রতিনিধি হিসাবে দেখা গেছে স্বামীর জায়গায় স্ত্রী বা স্ত্রীর জায়গায় স্বামী। পিতার জায়গায় কন্যা বা পুত্র বা মাতার জায়গায় কন্যা বা পুত্র বা পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ বা জামাই বা ভাই, ভাইয়ের ক্ষমতার্জন। তবে এবার ক্ষমতার্জন হতে চলেছে ভাই–বোনের মধ্যে। এতোদিন দেখা যেতো দাদা ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন এম আই সি মইনুল হক চৌধুরি আর বোন ১৪০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি বিধায়িকা মমতাজ বেগমের মধ্যে।

এবারের পুরভোটে আরও দুই ভাই–বোন প্রার্থী হচ্ছেন। ১০৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবারও প্রার্থী হচ্ছেন ওই ওয়ার্ডেরই বিদায়ী পুরপ্রতিনিধি ১১ নম্বর বরো কমিটির সভাপতি তারকেশ্বর চক্রবর্তী। আর তাঁর বোন মধুমিতা চক্রবর্তী এবারই প্রথমবার প্রার্থী হচ্ছেন ১০৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে। আর এই ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধি হলেন ১২ নম্বর বরো কমিটির সভাপতি দীপু দাস ঠাকুর।

জমি কোথায়? কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে কমিউনিটি হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে গত ৪ মার্চ 'জয় হিন্দ' নামক চারতলা বিশিষ্ট একটি 'কমিউনিটি ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে বসেন, কলকাতা পুর নিগমের ১–১৪৪ প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে 'কমিউনিটি ভবন' গড়ে তোলা হবে। আর এই ঘোষণার পরে কলকাতা পুর নিগমের ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরের আধিকারিকদের একাংশ কপাল চাপড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। ওই দফতরের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য কলকাতার প্রতি ওয়ার্ডে একটি ছোটো মাপের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবন গড়তে গিয়ে জমি পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়ে। সেখানে কলকাতা পুর নিগমের প্রতি ওয়ার্ডে 'কমিউনিটি ভবন' নির্মাণ করতে গিয়ে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে তা পাওয়া ভয়ংকর রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য।কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘোষণা করে দিয়েছেন তখন তার বাস্তবায়ন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অর্থের সংস্থান হলেও জমি পাওয়া তো দুষ্কর। পুর সূত্রে খবর, গত পাঁচ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস পুর বোর্ডের আমলে কলকাতা শহরে ১৫টি 'কমিউনিটি ভবন' (একটিতে লিফটের ব্যবস্থাসহ) নির্মাণ হয়েছে।

বিশ্ব নারী দিবসে ধুমকেতু পাপেটের ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও''

ইন্দ্রজিৎ আইচ

''কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধ হোক, কন্যাকে প্রকৃত শিক্ষা দানের সমাজে বড় করে তুলুন। সেই মেয়ে স্বনির্ভর হোক এবং তার সঠিক সময়

বিয়ে দিন'' এই কটা যুক্তিকে সামনে রেখে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'' পথ নাটকটি পরিবেশন করল ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার। ভারত সরকারের সূচনা এবং প্রসারণ মন্ত্রালয়, সংগীত এবং নাটক বিভাগের সহযোগিতায় কলকাতার ৫৯ নং ওয়ার্ডের গোবরা, তিলজলা ও এন্টালির বিভিন্ন ক্লাব, বস্তি, স্কুলে নাটকটি পরিবেশিত হয়।

এই নাটকে ব্যবহৃত হয় মানব পুতুল, দস্তানার পুতুল, মুখোশ পুতুল এবং জাপানি বুনরাকু পুতুল। তিরিশ মিনিটের এই নাটকে অভিনয় করেন দিলীপ মণ্ডল, নিখিলেশ সরকার, অজয় ফলিয়া, সমীর ঘোষ, সৌম্যজিৎ দাস, চিরঞ্জিৎ দাস, সুব্রত মণ্ডল, ইন্দ্রনীল দাস।

৮ মার্চ ছিল বিশ্বনারী দিবস। এই উপলক্ষে প্রত্যেক বছর ধূমকেতু পাপেট নারী সচেতনতা মূলক নানা অনুষ্ঠান করে চলেছে। এবারো ও এক সপ্তাহ ধরে এই নাটক তারা করলেন সোসাল নেটওয়ার্কিং–এর যুগে সমাজ সচেতন মূলক নাটক ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও''। যা সকলের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। সমগ্র নাটকটির পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন ধূমকেতু পাপেটের কর্ণধার দিলীপ মণ্ডল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৪ মার্চ – ২০ মার্চ, ২০১৫

বামেদের ভারতীয় হওয়া জরুরি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'ভারতীয়' হতে হবে। ভারতের শাখাসংগঠন হয়ে থাকার কারণে কমিউনিস্ট বামপন্থীরা ভারতের জাতীয় মূলস্রোতে মিশে যেতে পারল না নিজেদের স্বতন্ত্র আদর্শ থাকা সত্ত্বেও। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত পক্ষে অপমৃত্যু ঘটেছে ইন্দিরা গান্ধির হাত ধরে ষাটএর দশকের শেষ দিকে। যখন কংগ্রেসের পাশে ইন্দিরা অর্থাৎ আই অক্ষরটি বসল। জাতীয় কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশন আবার আইএনসি অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস এর পরিবর্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লেখার স্বীকৃতি দিয়েছে। একদা জনসংঘ থেকে সৃষ্ট আজকের ভারতীয় জনতা পার্টিও ভারতীয় জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বহু ভাগে, নানা নামে যারা ভারতে কমবেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও ভারতবাসীর কাছে 'ভারতীয়ত্ব' অর্জন করতে পারেনি। কংগ্রেস বিজেপি বিভিন্ন রাজ্যে পল্লবিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লগ্নে গুটিকয় কমিউনিস্ট নেতার অতিরিক্ত ব্রিটিশ ঘনিষ্ঠতা দলের বিশ্বাস যোগ্যতায় ভাঙন ধরিয়েছিল। ইতিহাস বলছে বাংলা তথা ভারতের সর্বস্ব পণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীকূলের প্রতি সেদিন সুবিচার করেনি মার্কস মন্ত্রে নব্য দীক্ষিত কমরেডরা। বিশেষ করে নেতাদের নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে যখন মুক্তিপাগল আজাদি জোয়ানরা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত তখন এদেশের কমিউনিস্টরা সরাসরি ব্রিটিশের হয়ে কাজ করেছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি। ইতিহাসে আজ নানা তথ্য, সেদিনের নানা সাক্ষ্য রয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সিপিএম অর্থাৎ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নানা নেতা দেরিতে হলে সেদিনের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন। যেমন জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শেষদিকে প্রতিবছর রেডরোডে নেতাজির জন্মদিবস উৎযাপনকালে স্বীকার করতেন তাঁরা নেতাজির মূল্যায়নে ভুল করেছেন। যদিও তাঁদের দলীয় মুখপত্রে আজও সুভাষ বোসকে 'নেতাজি' লেখা হয় না বিস্ময়করভাবে। সেদিনের কৃতকর্মের জন্য দলীয়স্তরে কোনও 'ডকুমেন্ট' রচিত হয়েছে বলে জানা যায় না আজও। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসগুলিতে মার্কস, অ্যাঙ্গেলস, লেলিন, মাও এর ছবি থাকলেও কোন ভারতীয় স্বাধীনতা যোদ্ধা কিংবা মনীষীদের ছবি টাঙানোর রেওয়াজ নেই। স্বাভাবিকভাবে পার্টি কর্মীরা ও এদেশের মনীষীদের প্রতি কোনও রকম আগ্রহ বোধ করেন না, অবশ্য ইদানিং বহু পার্টি অফিসে জ্যোতিবাবু, সুভাষ চক্রবর্তী, অনিল বিশ্বাসদের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বামনেতা শ্যামল চক্রবর্তী একদা ব্রাত্য বিবেকানন্দ নিয়ে বই লিখেছেন। শুভ লক্ষণ হলেও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। সাম্প্রতিক অতীতে ব্রিগেডে বামপন্থীরা বহুবার জনসভা করলেও একবার এর জন্য ভারতীয় জাতীয় নেতা মনীষী, শহিদকূলকে স্মরণ করতেন না। পার্টি ক্লাসে যতদূর জানা যায় ভারতীয় জাতীয় নেতা মনীষীদের 'সিলেবাস নেই'। দক্ষিণপন্থীদের ছোঁয়াচ বাঁচাতে তারা প্রকৃত অর্থেই ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যময় দর্শন, কৃষ্টি ও মনীষাকে অস্বীকার করে চলেছেন। সম্প্রতি পার্টি কংগ্রেসেও ভারতীয় হয়ে ওঠার তাগিদ নজরে এল না। অথচ ভারতীয় বিপ্লবী তরুণ ত্রয় ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু ফাঁসির মঞ্চে ইনকিলাব জিন্দাবাদ অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ধ্বনি তুলে ব্রিটিশ বর্বরতার শিকার হয়েছিলেন। আর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী আজাদ হিন্দ বিপ্লবের মহানায়ক নেতাজি আন্তর্জাতিক বেতার ভাষণে 'কমরেড' বলে শুরু করতেন আর শেষ হত ইনকিলাব জিন্দাবাদ জয় হিন্দ ধ্বনি দিয়ে। প্রকৃত বামপন্থী বিপ্লবীদের সেদিন তাঁরা চেনেন নি চিনতে চাননি, আজও কি তাঁরা চিনতে চান? বুঝতে চান? আত্মস্থ করতে চান? সর্বপরি দেশের প্রধান বামপন্থীদল প্রকৃত অর্থে ভারতীয় হয়ে উঠতে চান কিনা সে প্রশ্নের উত্তর অধরা রয়ে গেল।

অমৃত কথা

৪৯২ ভক্তিযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের নাম–গুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে নিষ্ঠা মনে তাঁকে প্রার্থনা করা, 'হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও।' মনের ভক্তিই হল আসল।

৪৯৩ ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না, কখনও এর ফল ফলেই ফলে। যেমন কেউ বাড়ির কার্ণিশের ওপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হলো ও তার ফল হলো।

৪৯৪ 'তন্নামে অরুচি'। বিকারে যদি অরুচি হলো তা হলে আর বাঁচবার পথ থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচার খুব আশা। তাই নামে রুচি, ঈশ্বরের নাম করতে হয়, দুর্গা নাম, কৃষ্ণ নাম, হরি নাম (যে নামে রুচি হয়)। যদি নাম করতে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, আনন্দ হয়, তা হলে আর কোনও ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে, তাঁর কৃপা হবেই হবে।

৪৯৫ বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি অনুরাগ বাঘ কাম, ক্রোধ, এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে।ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ আর থাকে না। গোপীদের ওই অবস্থা হয়েছিল–কৃষ্ণে অনুরাগ।

৪৯৬ শিবপুজো–ভাব কিনা শিবলিঙ্গের পুজো, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পুজো। ভক্ত এই বলে পুজো করে, ঠাকুর যেন আর জন্ম না হয়, শোণিত শুক্রের মধ্যে দিয়ে, মাতৃস্থান ও পিতৃস্থান দিয়ে আর যেন আসতে না হয়।

৪৯৮ ভক্তের ভাব হচ্ছে–প্রভু আমি তোমার দাস, তুমি মা, আমি তোমার সন্তান, আবার তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতামাতা। তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ, ভক্তেরা একথা বলে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।

৪৯৯ ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, ভক্ত–হৃদয়ে তাঁর বিশেষ প্রকাশ, যেমন কোনও জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারেন তবে তিনি অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন, লোকে এই কথা বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

৫০০ কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তিই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তা করবার সময় কই? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার।

ফেসবুক বার্তা

ধর্ম যেখানে সন্ত্রাসের হাতিয়ার

পর্ব ১৫

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতে গণহত্যা শুধুমাত্র সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর দ্বারা ঘটেনি। উপজাতীয় জনগোষ্ঠী গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সন্ত্রাসের রাজনীতির আশ্রয় নেয়। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস অথবা সামাজিক নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলে বোঝা যায় এই হিংসাত্মক বিচ্ছিন্নতা সামাজিক জীবনে সংখ্যালঘু হয়ে পড়লে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংখ্যাগুরুর খতমের রাজনীতি শুরু করে। সমাজ বিজ্ঞানী সমীর কুমার দাস মনে করেন ২০০০ সালে ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠী পার্বত্যক এলাকায় নিজেদের আধিপত্য রক্ষার জন্য পরপর তিনবার গণহত্যার ঘটনা ঘটায়। এই দাঙ্গার জন্য স্থানীয় চার্চের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। যারা মারা গিয়েছিল তারা ছিল হিন্দু বাঙালি এবং স্থানীয় উপজাতি। সংখ্যালঘুদের সাথে চার্চের স্বার্থ ছিল ধর্মান্তকরণ। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ত্রিপুরার গৌরিগামিল্লায়। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (এনএলটিএফ) আক্রমণে ১৬ জন উপজাতি হিন্দু মারা যায়। দ্বিতীয় ঘটনায় এন এল টি এফের আক্রমণে পশ্চিম ত্রিপুরার বাগবার গ্রামে ১৯ জন বাঙালি মারা যায়। তৃতীয় গণহত্যায় ২০ হিন্দু উপজাতি মারা যায়। বৃটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি) এর রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় হিন্দু ধর্মীয় নেতা শান্তি কালি এবং লব কুমার জামাতিয়াকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথমে অপহরণ করে তারপর তাকে খুন করে। ত্রিপুরায় জামাতিয়া সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দু গোষ্ঠী। স্থানীয় চার্চ চেয়েছিল লব কুমারকে ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে।

সমীর দাসের বক্তব্য ত্রিপুরায় অষ্টাদশ শতকে বাঙালিরা ছিল সংখ্যালঘু। উপজাতিরা ছিল সংখ্যাগুরু। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সক্রিয়তায় বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যার ফলে উপজাতিরা সংখ্যা লঘু হয়ে পড়ে। উনিশের ৭০–৮০ এর দশক থেকে তারা সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করে ভিন ধর্মের মদতে। এই বিচ্ছিন্নতার রাজনীতি জাতি দাঙ্গা ত্রিপুরায় শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নি। ওড়িশার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলেও ঘটেছে। ২০০৮ সালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতী কান্দামল জেলার তুমদিবনদ গ্রামে কন্যা আশ্রমে জন্মষ্টমী উৎসবে তার তিন সঙ্গী সহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়। ওড়িশা সরকার ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে। এই তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ওয়াল্ড ভিশন নামে একটি খ্রীস্টান স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা প্রদীপ কুমার দাস হত্যাকান্ডের প্রধানতম অপরাধী। আদিবাসী এলাকায় ধর্মান্তকরণ করতে না পারার জন্য মাওবাদী সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে এই হত্যাকান্ড চালায়। এমনকি এই হত্যাকান্ডের পর স্থানীয় আদিবাসী হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যে দাঙ্গা বাধে তার জন্য নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠনকে কাজে লাগানো হয়। সরস্বতী হত্যার পর হিন্দু খ্রিস্টান দাঙ্গায় ৪২ জন মারা যায়। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ধর্মান্তকরণের স্বার্থে চার্চ এবং তার মদতপুষ্ট সংগঠনগুলি এইভাবেই গণহত্যা দাঙ্গার কৌশল করে যাচ্ছে।

ধর্মান্তকরণের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান মিশনারী মদতপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে একের পর এক দাঙ্গা অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে। মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তি এই মিশনারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের ন্যায় সমভাবে অভিযুক্ত। তারা গরিব মানুষের ক্ষুধা নিয়ে ধর্মের ব্যবসা করে। যিশুর ধর্ম নিলে ভাত পাবে না হলে মরে যাবে এমনকি খুনও হতে পারো। মনে পরে যায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির সাধ্বী নির্মলার কথা। ১৯৯৭ সালে মাদার টেরিজার মৃত্যুর পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, ভারতে দারিদ্র্য আছে বলেই তাদের দায়িত্ব রয়েছে।

ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনের দ্বারা গণহত্যার নারকীয়তা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল হিংসার রণ মত্ততায় অন্যান্য রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করা। ৮০–র দশকের মধ্য ভাগ থেকে ইসলামিক মৌলবাদের সন্ত্রাসে আতঙ্কে ভারতীয় গণতন্ত্র বিপন্ন। অধ্যাপক রামচন্দ্র গুহ In-

dia after Gandhi গ্রন্থে বলছেন, ভারতে মুসলিম মৌলবাদের সন্ত্রাসবাদী চরিত্রের প্রধান কারণ হল ভারতে দ্বিতীয় প্রধানতম ধর্মীয় গোষ্ঠী জনগণের বংশবৃদ্ধি যে তুলনায় ঘটেছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয় নি। শিক্ষা চাকুরি পেশা বাণিজ্যে মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পশ্চাদপদ রয়েছে। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইতিহাসের ইসলাম ধর্মাবলম্বী অধ্যাপক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'এদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সুবিধা ভাগ করে লুম্পেন দাঙ্গাকারী এবং দেশ বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা মুসলিমরা। প্রকৃত গরিব মুসলমানরা নয়। বিশেষ সুবিধা বা সংরক্ষণ ভোগ করে নয়। এদেশে মুসলমানরা নিজেদের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাক।'

১৯৯০–এর দশকে হিন্দু মৌলবাদ ভারতে মুসলমানদের আত্মরক্ষার চিন্তাকে ভাবিয়ে ছিল। জম্মু–কাশ্মীরে কিন্তু তার বিপরীত গতি। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ভারত বিরোধী সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করে। ১৯৮৯এ জম্মু কাশ্মীরে লিবারেশন ফ্রন্ট (জে কে এল এফ) কাশ্মীরের আজাদ–ইর জন্য প্রথম সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করে। এক বছরের মধ্যে জে কে এল এফ–ইজাব উল মুজাহাদিন নামক জঙ্গি গোষ্ঠী হিন্দুদের খতম করার ডাক দেয়, 'না গেরিলা জঙ্গ, না কায়েমী' জঙ্গ : আল জিহাদ, আল জিহাদ।' গেরিলা যুদ্ধ নয়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নয়, ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ–সন্ত্রাস। ১৯৯০ সালে তৎকালীন কাশ্মীরের রাজ্যপাল জগমোহন তাঁর Frozen Turbulence গ্রন্থে লিখেছেন কাশ্মীরের জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং ভারত বিরোধিতাকে ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সুপ্রিমো ফারুক আবদুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবার জন্য প্রত্যক্ষ ইন্ধন দিয়ে গিয়েছেন। মুজাহাদিন ছাড়া ১৯৯০ সালে আল্লা টাইগার, জিয়া টাইগার, অপারেশন ব্ল্যাককোট সহ ৪৪টি জঙ্গি সংগঠন গড়ে ওঠে। অধিকাংশ সংগঠনের ভারত বিরোধী কার্যকলাপে ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের প্রত্যক্ষ মদত ছিল। এই সব সংগঠনগুলি তৈরি হয়েছে সংগঠনগুলির সর্বদলীয় কোন্দল থেকে। অশিক্ষা দারিদ্র বেকার কাশ্মীরি যুবকদের কাজে লাগিয়ে।

ইসলামিক মৌলবাদী এবং পাক সামরিক বাহিনীর যোগসাজশে জম্মু–কাশ্মীর থেকে কাশ্মীর পণ্ডিতদের ওপর গণহত্যার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৮৯–এ ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়াধাসায়। রাতের অন্ধকারে ২ বছরের শিশু সহ প্রায় একশোর বেশি হিন্দু কাশ্মীরি নিহত হয়। দ্বিতীয় গণহত্যা শুরু হয় ১৯৯০–এ জানুয়ারি মাসে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩০২ নিহত হয়। ১ লক্ষ ৪০ হাজার কাশ্মীরি বাস্তুচ্যুত হয়। ২০০৬ সালে মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের জন প্রতিনিধি কক্ষ হিন্দু কাশ্মীরিদের ওপর ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের আক্রমণ ও গণহত্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এক প্রস্তাবে বলা হয় যে '১৯৮৯ সালে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার। দীর্ঘ ৫ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে হিন্দুরা কাশ্মীরে বসবাস করছে। অথচ তাদের উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে। নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে পাক হানাদাররা যেভাবে কাশ্মীরি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার অবিলম্বে যাতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য উদ্যোগে গ্রহণের অনুরোধ করে।

পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী ইন্টার সার্ভিস ইন্টালিজেন্সের (আই এস আই) যোগ সাজশে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের নাশকতামূলক কাজকর্ম, দাঙ্গা গণহত্যার প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কাশ্মীরের আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারের উদ্যোগের অভাব থাকলেও ২০০০ সালে ৩০ হাজার মাদ্রাসা বিদ্যালয়তে বিধর্মী হত্যা জঙ্গি নাশকতার তালিম দেওয়া শুরু হয়। ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০–২০০১ ১২ হাজার সেনা মারা যায়। সামরিক বাহিনীর তথ্য হল ১৩,৪০০ কাশ্মীরি উগ্রপন্থী সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। ২০০২ সালে ২৬ জানুয়ারি সংখ্যায় Economic and Political weekly পত্রিকায় প্রভু পেটে Kashmir. The dirty war নিবন্ধে লিখেছেন কাশ্মীরে ৩৫ হাজার জঙ্গিকে সন্ত্রাসবাদী দমন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২০০০ সালে ৪ আগস্ট অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ওপর জঙ্গীরা অতর্কিত আক্রমণের ধারা ৩০ জন তীর্থ যাত্রীকে হত্যা করে। ২০০১ সালে লস্কর–ই তৈবার জম্মু কাশ্মীরের ডোডো জেলার কিস্তওয়ার গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জন হিন্দু গ্রামবাসীকে হত্যা করে। ২০০২ জম্মু কাশ্মীরের প্রাচীন রঘুনাথ মন্দিরে (১৮৬০) লস্কর–ই–তৈবা পরপর দুবার আক্রমণ চালায়। প্রথমবার ৩০ মার্চ দুটি আত্মঘাতী বোমার আঘাতে ১১ জন নিহত হয় ২০ জন আহত হয়। লস্কর–ই–তৈবার দ্বিতীয় আক্রমণ ২৪ নভেম্বরে ৪৫ জন নিহত হয়। ১৯৯০–২০১৫র ফেব্রুয়ারি সুদীর্ঘ ২৬ বছর ধরে শৈত্য শহর কাশ্মীরে সন্ত্রাসের গিলোটিনে ৭০ হাজার লোক মারা গিয়েছেন। ৮ হাজার লোক নিরুদ্দেশ, ৭ লক্ষ সেনা নিযুক্ত রয়েছে কাশ্মীরের ঝঞ্ঝা থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে। অরুন্ধতি রায় তারDemocracy now গ্রন্থে লিখেছেন, Today Kashmir is the most densely militarized zone in the world. কাশ্মীরের ২০১৪ সালে ডিসেম্বর মাসে বিধানসভা নির্বাচনের সময় ২১ জন সেনা–পুলিশ এবং সাধারণ নাগরিককে হত্যা করে। বিধানসভা নির্বাচনের পর মুফতি–মহম্মদ সৈয়দের নেতৃত্বে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) ও বিজেপি জোট মন্ত্রিসভা গড়ে তুলেছে। গণহত্যার রাজনীতি বন্ধ হয় নি।

আশুতোষের দূরদৃষ্টির প্রমাণ ভারতীয় প্রজাতন্ত্র

অম্লানকুসুম ঘোষ

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে আজ অবধি শ্রেষ্ঠ ও অনুকরণীয় যা কিছু তার একটা বড় অংশ ভারতবর্ষেরই অবদান। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, আধ্যাত্মিকতায় এবং রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় এই অবদানের স্বাক্ষর দেখা যায়। বর্তমান কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার একমাত্র বিষয় গণতন্ত্র, সেও ভারতেরই দান। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বৈশালীতে লিচ্ছবি বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল গণতন্ত্র, তা পৃথিবীর প্রাচীনতম গণতন্ত্র (তিন হাজার বছর প্রাচীন, এথেন্সের বহু পূর্বে)। সেই প্রাচীনতম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষ বর্তমানেও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে পরিচিত। সেই প্রাচীনতম বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মূল্যায়ন নৈর্ব্যক্তিকভাবে করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই স্থির করতে হয় মাপকাঠি। এক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে দু'ধরনের মানদণ্ড সাধারণত রাষ্ট্রনীতির গবেষকরা ব্যবহার করেন। প্রথমত, তুলনামূলক মাপকাঠি, অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্র বা সমাজের সঙ্গে তুলনা করা। দ্বিতীয়ত, আদর্শগত মাপকাঠি, অর্থাৎ যে আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এই গণতন্ত্র গঠিত হয়েছে সেই আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হচ্ছে কিনা তা পরখ করে দেখা। দেখা যাক, এই দু'ধরনের মাপকাঠিতে আমাদের দেশ ও তার গণতন্ত্র কোন অবস্থানে আছে।

তুলনামূলক মাপকাঠিতে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে কটি দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাদের মধ্যে বহু দেশ গণতন্ত্রের পথে চলা শুরু করলেও একমাত্র ভারতবর্ষই সেই পথে নিজেদের যাত্রা অটুট রাখতে পেরেছে এখন পর্যন্ত। পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ বিশাল ভূখণ্ডের সবক'টি দেশই তাদের গণতন্ত্রকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি। সামরিক একনায়কতন্ত্রের নির্মম হস্ত তাদের কণ্ঠরোধ করেছে মাঝেমধ্যেই। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার আপাতশান্ত দেশগুলিও তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে মাঝেমধ্যেই স্বৈরতন্ত্রের পায়ে বলি দিতে বাধ্য হয়েছে। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার ইতিহাসে তো খালি একনায়কতন্ত্রের একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। ফলে গণতন্ত্র শুধুমাত্র পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার জাপান এই কটি জায়গায় (অর্থাৎ যে জায়গার দেশগুলি প্রথম বিশ্ব নামে পরিচিত) সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম, উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হচ্ছে ভারত। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে ব্যতিক্রমী দু'বছর বাদ দিয়ে বাকি সময় গণতন্ত্র থেকেছে অবধারিতভাবে; কলম যেখানে থেকেছে চিরস্বাধীন, বাক স্বাধীনতা যেখানে পেয়েছে নতুন দিগন্ত। দমবন্ধকর তৃতীয় বিশ্বের গুমোট আবহাওয়ার মাঝে এ যেন এক দমকা খোলা হাওয়ার অবাধ প্রান্তর। মত প্রকাশের স্বাধীনতাহীন এশিয়ার অন্যান্য দেশ— আফ্রিকা–লাতিন আমেরিকার চিন্তাশক্তি মরুভূমিতুল্য স্থানের মাঝে এ যেন এক স্বাধীন মতের ঝরনাধারা। গর্বোদ্ধত পশ্চিমের চোখে বর্বর, গণতন্ত্রের অনুপযোগী, তৃতীয় বিশ্বের মাঝে ভারত এক সমীহ আদায় করা শক্তি। যে ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে এসে আমেরিকা থেকে জাপান, ইংল্যান্ড থেকে জার্মানি সবাইকেই বলতে হয় গণতন্ত্র পরিচালন–ব্যবস্থা ভারতের থেকে শিক্ষণীয়। তাই একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে গণতন্ত্র মূল্যায়নের তুলনামূলক মাপকাঠিতে ভারত আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।

কিন্তু মাপকাঠি তো কেবল একটি নয়। আদর্শগত মাপকাঠি, অর্থাৎ যে মাপকাঠিতে ভারতীয় সংবিধানের মূল লক্ষ্যসমূহ পূরণ হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা হয়। সেই মাপকাঠিতে ভারত খুবই শোচনীয় অবস্থায় আছে। ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করা। বিভিন্ন স্তরে আইনসভা ও নাগরিক প্রশাসনের নির্বাচন এই ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে, যে কোনও সময়ে যে কোনও দলের সরকার যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা দেশের বেশিরভাগ লোকের অপছন্দ হয়েছে। নীতি ও তার প্রয়োগ, পরিকল্পনা ও তার সঠিক রূপায়ণে এত তফাত কেন? কেন এত পার্থক্য? উত্তর খুঁজতে গেলে দেখতে হবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গঠনগত ও গুণগত ত্রুটিগুলির দিকে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র, ইংল্যান্ডের অনুকরণে গঠিত। এই গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষজন। সেই সময়ের জন্য এই প্রতিনিধি অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রিতভাবে আইন প্রণয়ন করে। অসুবিধে এখানেই, নির্বাচিত হওয়ার পরে সেই প্রতিনিধি জনসাধারণের ইচ্ছার বদলে নিজস্ব ইচ্ছার দ্বারা আইন প্রণয়নে ব্রতী হন। তাঁর এবং তাঁর আইনসভার সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের ইচ্ছে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কোনো দায় তাঁর থাকে না। আবার নির্ধারিত সময়ের পরেও জনসাধারণ বিরুদ্ধ মত দিলেও আইনসভার সদস্য পরিবর্তিত হয় কিন্তু তাতে পূর্বের সদস্যের দ্বারা কৃত আইনসমূহের পরিবর্তন সরাসরি হয় না, তা নির্ভর করে নতুন নির্বাচিত সদস্যের নিজস্ব ইচ্ছার ওপর। অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছে প্রকাশ করে শুধুমাত্র সদস্য নির্বাচনের সময়ে, নীতি নির্ধারণের সময়ে এই ইচ্ছের কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটে না বা ঘটানোর সুযোগ থাকে না।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের এটি হলো গঠনগত ত্রুটি। অবশ্য এই ত্রুটি কমবেশি পৃথিবীর সবরকম গণতন্ত্রেই বিদ্যমান। তা সে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই হোক (আমেরিকার মতো) বা বিভিন্নরকমের পরোক্ষ গণতন্ত্রই হোক (ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদির মতো)। এই ত্রুটি থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার একটিই পদ্ধতি তা হলো ইস্যুভিত্তিক নির্বাচন চালু করা। অর্থাৎ সরকারের কোনও একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার আগে শুধুমাত্র আইনসভার সদস্যদের মধ্যে ভোটাভুটি না করে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করা। ধরা যাক, ২–জি স্পেকট্রাম বন্টন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, নিলামে হবে না first come first serve নীতিতে হবে, এই নিয়ে একবার গণভোট হয়ে গেল। ২–জি স্পেকট্রামে সরকারের প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা আয় হয়েছে এতদিনে, বিলম্বিত নিলামের জন্য এবং পূর্ববর্তী বন্টন বাতিলের জন্য সরকারি ক্ষতি হয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা। সময়গত ও বিনিয়োগ থেকে পেছিয়ে আসার কারণে অর্থগত ক্ষতির যে মোট বোঝা দেশের শিল্পমহলের ওপর পড়েছে তার পরিমাণও বেশ কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। একবার গণভোট করতে খরচ হয়, দু'হাজার কোটি টাকা (দেশের সাধারণ নির্বাচনে হওয়া খরচের সমান)। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গণভোট নেওয়া দু'হাজার কোটি টাকা খরচের বদলে সরকার তথা দেশ অনেক বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারত। এটি একটি নমুনা মাত্র। কয়লা খনি বন্টন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এভাবে গণভোটের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে দেশ তথা জনসাধারণ উপকৃত হোত। সরাসরি অর্থনৈতিক সংযোগ নেই কিন্তু দেশ ও জাতির দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে সেরকম কিছু সিদ্ধান্ত যেমন ৩৭০ ধারা জারি থাকবে না থাকবে না, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হবে না হবে না, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে চলবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গণভোটের দ্বারা নেওয়া হলে স্বাধীনতার চৌষট্টি বছর পরেও তা অমীমাংসিত থাকত না। এই গণভোট ব্যবস্থা প্রাচিন বৈশালী ও এথেন্সে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোনও বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে তা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারতের যে উন্নত নির্বাচন পরিচালন–ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা অতি সহজেই এই গণভোট পরিচালনা করা যায়।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি গুণগত ত্রুটিও বিদ্যমান। প্রজাতন্ত্র চালিত হয় প্রজা অর্থাৎ জনসাধারণের দ্বারা। সেই জনসাধারণের গুণগতমান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত (ভয়ে, লোভে বা ভুল বুঝে) না হবার দৃঢ়তা ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় জনসাধারণের সেই যোগ্যতা পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। আজও দেশের বেশিরভাগ লোক অশিক্ষিত (প্রথাগত ও প্রজ্ঞাগত দু'ভাবেই)। প্রথাগত শিক্ষার পরিধির বাইরে যে বিপুল জনসমষ্টি বিদ্যমান তাদের মধ্যে প্রজ্ঞাগত অনেক জ্ঞান থাকলেও গণতান্ত্রিক চেতনা নেই। আবার প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারীদের অনেকের মুখস্থবিদ্যার বাইরে কোনও স্থান নেই, বিচক্ষণতাও নেই। ফলত প্রজাতন্ত্র প্রজাসাধারণের হাতে যে অধিকার তুলে দিয়েছে তার সারমর্ম উপলব্ধি করতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপনের বহু পূর্বে, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চিন্তা যখন রাষ্ট্রনায়কদের মনের মণিকোঠায় স্বপ্নের মায়াজাল বুনে চলেছিল সেই সময়ে বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই অমোঘ সতর্কবাণী—"Democracy without education is hypocrisy without limitation" । প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, জ্ঞানী সেই ভবিষ্যদ্রষ্টার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্যি হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে।

উপরিউক্ত এই দুই ত্রুটি (গুণগত ও গঠনগত) ভারতীয় গণতন্ত্রকে করেছে বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। এর সুযোগে সৃষ্টি হয়েছে কিছু মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা শ্রেণীর যারা সাধারণ মানুষ ও সরকার এই দুইয়ের মাঝে থেকে, উভয়কেই বঞ্চিত করে, দেশের ক্ষতি করে শুধু নিজেদের উদরপূর্তি করে। রাজনীতি ছাড়া এদের কোনও উপার্জনের পথ নেই। আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রবীণ অবস্থায় এদের থেকে মুক্ত হওয়াই গণতন্ত্রপ্রেমী ভারতীয়দের প্রধান লক্ষ্য।

সব সাফল্যই সর্বদা শত শতাংশে উপনীত হয় না। তবু সাফল্যের যে অংশটুকু হয়েছে অধিগত, হয়েছে করায়ত্ত, তাকেই আস্বাদন করে ভবিষ্যতের আরও বড় সাফল্যের শরিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ভারত শত বাধা সত্ত্বেও, শত প্ররোচনা সত্ত্বেও অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের পথে আজও অটল। তাই এই অপরাজেয় থাকার কৃতিত্বকে মনে রেখে বাকি সব অপূর্ণতাকে দূর করার চেষ্টা কতে হবে দেশের সবাইকে। আজ প্রজাতন্ত্র দিবসের পুণ্যক্ষণে এই হোক সকল দেশবাসীর একমাত্র অঙ্গীকার।

(স্বস্তিকার সৌজন্যে)

কৃষি পণ্যে লাভ করতে ব্যবস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : কৃষকরা যাতে তাদের পণ্যের জন্য লাভজনক দাম পায় তা সুনিশ্চিত করতে সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে। প্রত্যেক বেপনন মরশুম শুরু হওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের খাদ্য সচিব, ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে বৈঠক আয়োজন করে। উদ্দেশ্য হল, কৃষকদের কাছ থেকে ধান ও গম সংগ্রহের জন্য তাদেরকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রদানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে খাদ্য নিগম ও রাজ্য এজেন্সিগুলি গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্য সরকার ও অন্যান্য এজেন্সি কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্যশস্য সারা দেশে বন্টনের জন্য কাদ্য নিগম অধিগ্রহণ করে। কৃষকদের কাছ থেকে ধান ও গম ক্রয় সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক বিপণন মরশুমে পর্যাপ্ত সংখ্যায় সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হয়। প্রয়োজনানুসারে ধান ও গম সংগ্রহ ব্যবস্থা পর্যালোচনায় পাশাপাশি অতিরিক্ত সংগ্রহকেন্দ্র খোলা হয়। লোকসভায় গত ৩ মার্চ, ২০১৫ এক লিখিত জবাবে একথা জানান ক্রেতা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাও সাহেব পাতিল দানবে।

সেই মেয়ে কবে

প্রথম পাতার পর

অথচ এক সমীক্ষা বলছে পৃথিবীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান। মোট কাজের তিন ভাগের দু ভাগ মেয়েরাই করে। শুধু তাই নয় বিশ্বের মোট উপার্জনের এক তৃতীয়াংশ মেয়েদের দ্বারা উপার্জিত, কিন্তু তারা মোট সম্পদ এবং সুযোগ সুবিধার দশভাগের মাত্র এক ভাগ ভোগ করে। এই চরম অপমানের তথ্য ঘরে বসে নিশ্চিন্তে জীবন কাটালে বদলাবে না। ভিক্ষে করলে কেউ কিছু দেয় না, পুরুষরাও দেবে না। ছিনিয়ে নিতে হবে। এজন্য সারা পৃথিবীর মেয়েদের একজোট হতে হবে, লড়াইতে নামতে হবে, জয় করতে হবে নিজেদের অধিকার। এখন সুযোগ অনেক, স্যোশাল মিডিয়ার রমরমা। একেও কাজে লাগাতে পারছে না মেয়েরা। শুধু সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে সমানাধিকারের আশা করলে তা চিরদিন স্বপ্নই রয়ে যাবে। চিরকাল সমাজের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে, ভোগ করতে হবে সবচেয়ে কম। এখন মেয়েদেরই ঠিক করতে হবে তারা কি কবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত, সুযোগ আছে কিন্তু লড়বার লোক নেই। তাই পুরুষরা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে চলেছে। ফের আর একটা নারী দিবস আসছে। তার আগে কি নবশক্তির উন্মেষ হবে? সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবু আশা যদি এমন মেয়ে পাওয়া যায়।

ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন–পঁচাত্তর বছরের এক গৌরবময় ইতিহাস

অনিল (অনু) বসু

সময়টা ছিল ১৯৪০ সালের কোনও এক সময়। গান্ধিজীর বিখ্যাত ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখনও শুরু হয় নি। সে সময়ের অলরাউন্ডার ফণী শূর তাঁর অঞ্চলে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন সাকার হল ভবানীপুরের শঙ্করী পাড়ায় নীল কুঠি–র লাগোয়া এক বাড়িতে। সেদিনের বাসিন্দা সরোজ কুমার ঘোষ (ভোম্বলদা) ওঁর ১৩/২এ শঙ্করী পাড়া রোডের (বর্তমানে ডি এন ঘোষ রোড) বাড়ির নীচের তলার গোটা হলটি ছেড়ে দিয়েছিলেন বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন শুরু করার জন্য। পরবর্তী সময়ে ১৯৪২ সালে তরুণ সম্প্রদায়ের মাঠে (ভবানীপুরের একুশ নম্বর রূপ নারায়ণ লেন) বিধিবদ্ধভাবে ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হল। একেবারে গোড়ার দিকে দেব কুমার সেন (ওরফে দেবুদা) বক্সিং শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন। সে সময়ের শিক্ষার্থীরা ছিলেন ফণী শূর, ফটিক দাস, আনন্দ প্রসাদ মিত্র (বাপীদা), রথীন দত্ত, কানাই দা, ওঁর ভাই অনঙ্গদা, মৃগাঙ্ক রায়চৌধুরী, কেষ্ট চক্রবর্তী, অনিল বসু প্রমুখেরা ১৯৪৩ বিজন লাল মুখার্জী (ওরফে বিজনদা) ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের ট্রেনিং পদ্ধতি–তে আধুনিকতার ছোঁয়া আনেন। ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনে পরবর্তী সময়ের সাফল্যের উজ্জ্বল নজির গুলির দিকে নজর রাখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালে শ্রীলঙ্কায় ইন্দো–সিলোন আন্তর্জাতিক স্কুল বক্সিং মিট–এ ভারতীয় দলের কোচ হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৬৫–তে ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের Articles of Association প্রণয়ন হল এবং এক্সিকিউটিভ কমিটি সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন অনিল (অনু) বসু। এর পরবর্তী সময়ে রমেন রায়চৌধুরী জুনিয়র বক্সার–দের নানা প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশ গৌরবজনক সাফল্য মিলেছিল সেই সময়ে।

পরবর্তী ব্যাচে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ঠাকুরদাস কুণ্ডু (বাবু), অশোক বোস (পরবর্তীকালে ইনি প.ব. স্পোর্টস কাউন্সিলের বক্সিং শাখার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন), দিলীপ চক্রবর্তী, রত্নেশ মুখার্জী, মানব মুখার্জী, ভূষণ দাস (রিং–এ ক্ষিপ্র পদচারণার জন্য ওনাকে বৈজ্ঞানিক মুষ্টিযোদ্ধা বলে সবাই উল্লেখ করত), সুজিত মুখার্জী (টুটু), প্রবেন্দ্র (দুলাল) মজুমদার, ডি নন্দন, জি নন্দন, করবেন্দু ব্যানার্জী, শ্যামাপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ। করবেন্দু ব্যানার্জী ১৯৫৭ সালের রাজ্য চ্যাম্পিয়ন ও সেই বছরই রানার্স আপ হয়েছিলেন পার্থ রায় চৌধুরী। তারও পরবর্তী সময়ে উঠে এসেছিলেন অলোক কুণ্ডু (পোনু), শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সমর মিত্র এবং সরোজ নন্দন। শ্রীলঙ্কায় ১৯৫৭–এ ভারত–শ্রীলঙ্কা বক্সিং প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কার এইচ উইজেদাসা–কে হারিয়েছিলেন গুলাব চৌধুরী। ১৯৫৯–এর প্রতিযোগিতায় তিনি সেরা বিজিত–এর সম্মান পেয়েছিলেন সমর মিত্র। ১৯৬১ সালে শ্রীলঙ্কার এন. আবিসিঙ্গে–কে হারিয়েছিলেন শ্যামল মুখার্জী। এরপর ১৯৬২ সালে সমর মিত্র ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন এবং প্রতিযোগিতার সেরা বক্সার–এর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পরের বছরেও তাঁর সেই জয়যাত্রা অব্যাহত চিল ১৯৬৩তে তিনি শ্রীলঙ্কার গুনেবর্ধনে–কে পরাজিত করেন। ভারতীয় বক্সিং পিতাস্বরূপ শ্রী পি. এল. রায়ের প্রিয় ছাত্র অলোক কুণ্ডু–ও ১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় শ্রীলঙ্কার এ.সি বীরসিংহ–কে হারিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শ্রী কুণ্ডু ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান প্রশিক্ষকের গুরু দায়িত্বে ছিলেন। সেই সঙ্গে রাজ্য স্তরের কোচ ও কমনওয়েলথ্ গেমস–এ স্বর্ণপদক বিজয়ী আলী কামার এর অতিরিক্ত কোচ–এর দায়িত্বও সামলেছেন। পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত NIS India –র প্রথম ব্যাচেও তিনি ছিলেন। সম্ভাবনাময় তরুণ বক্সার তৈরির কারিগর এই মানুষটি বহু বার রেলওয়ে–র লোভনীয় চাকুরীর হাতছানি এড়িয়ে গেছেন।

প্রতিষ্ঠানের পরম্পরা

১৯৬৪ শ্রীলঙ্কার ভারতীয় বক্সিং দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, হারিয়েছিলেন ওয়ার্ল্ড অলিম্পিয়ার্ড এম. বামার (M. Bulmer)–কে। সর্বশ্রী তপন বোস, গৌতম ব্যানার্জী, গোপী লাহা, সরোজ নন্দন প্রমুখেরা ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালে ভারতীয় দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ভারতীয় বক্সিং দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন সরোজ নন্দন। ১৯৬৪ সালে কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজ ও ওড়িশার চক্রধরপুরে অনুষ্ঠিত ভারত–শ্রীলঙ্কা বক্সিং প্রতিযোগিতায় তপন ব্যানার্জী শ্রীলঙ্কার এস. শ্যামসুন্দরম্–কে হারিয়েছিলেন।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রায় পঁচাত্তর বর্ষ অতিক্রান্ত ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন বিগত সাত দশক ধরে বহু দক্ষ বক্সার তৈরি করেছে। জাতীয় রৌপ্যপদক জয়ী গৌতম রায় তাঁদের অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের বহু সফল ক্রীক্ষাবিদ্ ভারতীয় রেল, পুলিশ, নৌবাহিনী, টাটা ইস্পাত প্রমুখ প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছিলেন। গৌতম রায় টাটা স্টিলে যোগদান করেছিলেন। দীর্ঘ দিন পূর্ব রেল–এর কোচ–এর দায়িত্বে ছিলেন অসীম হালদার। ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন তাঁর ছাত্রদের জন্য গর্বিত।

বক্সিং ভালোবাসেন সুইডেন–এর রাজধানী স্টকহোম–এর বাসিন্দা হানস্ লিন্ডহাল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১৯৩০–এ স্থাপিত স্টকহাম–এর Narve Boxing Club–এর প্রেসিডেন্ট। ২০০৬ সালে সপত্নী ভারত–ভ্রমণে এসেছিলেন। ওঁনার লেখা থেকে জানা গেছে এক অভিনব যোগাযোগের ঘটনার কথা। আগ্রায় দু'দিনের সফরের মাঝে একটি কিউরিও শপে এসেছিলেন ওই লিন্ডহাল দম্পতি। দোকানে ব্যবহৃত পুরানো খবরের কাগজে ওঁর চোখ আটকে গেল। ২৫শে মার্চ ২০০৬ তারিখের টেলিগ্রাফ কাগজটি মেঝেতে ছড়িয়ে দোকানি বিক্রীত সামগ্রী বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় করছিল। সেই কাগজের প্রথম পাতায় মুকেশ পাসোয়ান নামে এক তরুণ বক্সার–এর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই–এর কথা নিয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। দেশে ফিরে গিয়ে ওঁদের বক্সিং ক্লাবে অন্যদেরও সেটা দেখিয়ে বলেন, সামান্য হলেও কিছু অর্থ সাহায্য পেলে হয়তো ওই তরুণ বক্সার একদিন সফল ক্রীড়াবিদ্ হতে পারবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সেই বছর মে মাসে খোঁজ করে ওঁরা চিঠি পাঠালেন বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন–এ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দফতরে। এবং সেই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন স্টকহোম–এর Narve Boxing Club। পরবর্তী চার বছর ধরে প্রতি মাসে ৫০০০ টাকার সমমূল্য ডলারে পাঠিয়েছেন ওঁরা। সুদূর ইউরোপের এই মহৎ ও আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়াসের দ্বারা রচিত হয়েছে বিশ্ব–মানবিকতার এক অটুট বন্ধনের নজির।

(অনুলিখন : সুকুমার মন্ডল)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবার্ষিকী শুরু

পিআইবি : গত ১ মার্চ শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় নয়া দিল্লি অমর জ্যোতি জওয়ানে পুস্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪–১৯১৮) শতবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। রাষ্ট্রপতি ভিজিটার্স বুকে লিখেছেন, ''প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শতবার্ষিকীতে আমি ও দেশবাসীবৃন্দ ভারতমাতার সেই বীর ও দুঃসাহসী সন্তানদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি নিশ্চিত যে আমাদের মহান দেশ ওই অসম–সাহসী যুবকদের আত্মত্যাগ থেকে উৎসাহ পাবেন।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানটি প্রথম বিশ্ব যোগদান করা সেই দেড় লক্ষ ভারতীয় সৈনিকদের স্মরণে পালন করা হবে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ৭৪ হাজারের বেশি ভারতীয় সৈনিক আত্মবলিদান করেন। তাঁদের নাম ইন্ডিয়া গেটের প্রাচীরে খচিত হয়েছে। ২০১৪–২০১৮ সময়কালটিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শতবার্ষিকী হিসাবে পালন করা হচ্ছে। ইন্ডিয়া গেটের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, তিনজন সেনা প্রধান, ফরাসী সেনাবাহিনী প্রধান ও ১৪টি দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরাও পুস্পস্তবক প্রদান করেন।

আগামীকাল অমর জ্যোতি জওয়ানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পুস্পস্তবক প্রদান করবেন এবং রাষ্ট্রপতি মানেকশ সেন্টারে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। প্রদর্শনটি আগামী ১১–১৩ মার্চ জনসাধারণ এবং স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের জন্য খোলা থাকবে।

দক্ষিণ–পূর্ব রেলে চালু হেল্প লাইন

বিশেষ সংবাদদাতা : খড়্গপুর, আদ্রা, রাঁচি এবং চক্রধরপুর–সহ দক্ষিণ–পূর্ব রেলের তিনটি ডিভিশনে চালু হয়েছে রেলযাত্রীদের জন্য প্রস্তুত 'অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স হেল্পলাইন'। নম্বরটি হল ১৩৮। যথাসময়ে যাত্রীদের সমস্যা সমাধান করার জন্যই এই ব্যবস্থা।

যাত্রীদের সুযোগসুবিধা তথা পরিচ্ছন্নতা, খাবার–দাবারের ব্যবস্থা কামরার রক্ষণাবেক্ষণ, চিকিৎসাজনিত তাৎক্ষণিক অসুবিধার কথা নথিভুক্ত করতে পারবেন এই নম্বরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৩৯ নম্বরটিও চালু রয়েছে বর্তমানে। এতে পি এন আর পরিস্থিতি, ট্রেনের আগমন ও প্রস্থানের খবরাখবরে পাওয়া যায়।

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
BARUIPUR, FULTALA, PIYALI TOWN.
SOUTH 24 PORGONAS
KOLKATA : 700 144

ADVERTISEMENT

NIT NO. 16/BPS OF 2014–15
Memo no. 1003/BPS dt. 04.03.2015

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contactors and registered co–opetative societies for different construction work under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date of application for tender paper : 18/03/2015 between 11 am to 4.00 pm.

B) Date and time of issuing tender paper : 19/03/2015 between 11 am to 3.00 pm.

C) Last date and time for receiving of tender form : 23/03/2015 within 2.00 pm.

D) Date and time of opening of tender form : 23/03/2015 at 3.00 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PIYALI TOWN,BARUIPUR,SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: 5/BDB OF 2014–2015
MEMO NO: 771/BDB dt. 12.03.2015

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co–operative societies for different construction work under Baruipur Development Block

A) Date of Application for tender paper : 18/03/2015 between 11 am to 4 pm

B) Date and time of issuing tender paper: 19/03/2015 between 11 am to 3 pm

C) Last date and time for receiving of tender form : 23/03/2015 within 2 pm

D) Date and time of opening of tender form: 23/03/2015 at 3 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

Block Development Officer
Baruipur, South 24 Paraganas

Memo No. 98 / N.Z Dated: 09/03/2015

NOTICE INVITING TENDER

1. Applications are hereby invited from registered Co-operative Societies/ bonafide suppliers for lupply of stationary and other items to the office of the District Magistrate & Collector, South-24 Parganas Nezarath Deptt. New Administrative Building (1st Floor), Alipore, Kolkata-700027 in their Co-operative society/ agency pad having proven track record for supply of different stationary, sanitary, computer stationary items and also electrical and electronic items to Govt. offices, for the period from 01.04.15 to 31.03.2017.
2. Each application must be supported by up to date income Tax, sales Tax/ Vat, Professional Tax clearance certificates along with their application for issue of tender paper.

3a. In case of registered Co-operative societies, they should also furnish: (i) Co-operative registration certificate (ii) Audited balance sheet for 2012-2013 & 2013-14 (iii) A copy of the resolution taken in the Last AGM (iv) Name, Address and Telephone no. of all the executive committee members, along with their application.

3b. In case of bonafide suppliers only, they should also furnish up to date Trade license certificate issued by the competent authority.

4. They should furnish a bank solvency certificate worth Rs. 50,000.00 (rupees fifty thousand only) from any nationalized bank along with the application for issue of tender paper.
5. They should furnish a credential of similar nature of supply work performed with any Central Govt. office/ any state Govt. office/any PSU within last 5 years along with their application.
6. Applications for issue of tender paper supported by all the requiste documents as stated vide sl. No. 02 to 05 above will be received by the Nezarath Section of this Collectorate, New Administrative Building (1st Floor), Alipore on any working day from 11.0 AM to 3.30 PM. Any application not supported by any /all of the requisite documents mentioned in clause no. 2 to 05 above will be summarily rejected and no tender paper will be issued to them. The last date of application for issue of tender paper is 11.03.2015 up to 3.30 PM.
7. Tender papers will be issued only to those applicant having all vilid documents from 01.04.2012 to 31.03.2014. The last date of issue of tender paper : 16.03.2015 up to 3.00 PM.
8. Each tender must be accompanied by a DD of Rs. 5000.00 (Rupess five thousand only) drawn in favour of Collector, South 24 Parganas payble at SBI, Alipore Court Treasury Branch OR Pledged NSC of Rs. 5000.00 (Rupees five thousand only) duly pledged in favour of Collector, South 24 Parganas.
9. Rate of each type of stationary and other item must be quoted separately both in figures and in words on the basis of the unit mentioned against each item.
10. The successful applicants may drop their sealed tender in envelope quoting rate of different items in the prescribed from issued to them for this purpose in a sealed box located at the office chamber of the Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas from 11.00 AM to 3.00 PM on all working days except Saturdays & Sundays and other NI Act holidays along with the Earnest money of Rs. 5000.00 (Rupess five thousand) and other requisite documents. The last date and time of submission of the tender is 25.03.2015 up to 3.00 PM.
11. The date & time of opening the tender is 25.03.2015 at 3.45 PM at the chamber of Nezarath Deputy Collector, South 24 Parganas. The intending tenderer or their authorized representative may remain present at the time of opening of the quotation.
12. The undersigned reserves the right to accept or to reject any application/tender or to distribute the work amongst the tenderers without assigning any reason, whatsoever. Convassing in any form at any stage is liable for cancellation.
13. Specimen of stationary items is to be furnished to the Nezarath Section, New Administrative Building (1st Floor) of this Collectorate before acceptance of the tender.

Sd/-
Addl. District Magistrate (General)
South 24 Parganas, Alipore

২৯৩(২)/জেত.স.দ/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা / ১০/০৩/২০১৫

আসল প্রতিবন্ধীর সংখ্যা প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাদের হাত-পা নেই, অঙ্গ বিকৃত, যারা চোখে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। বলতে পারে না। যাদের মস্তিষ্ক স্বাভাবিক ছন্দে কাজ করে না তারাই আমাদের কাছে প্রতিবন্ধী বলে গণ্য হয়। সরকার থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এদের প্রতি মানুষের সচেতনতা, এদের পুনর্বাসন, সমাজের মূল স্রোতে এদের মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কাজ যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী বা যাদের আজকাল বিশেষ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তারা এখন সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। কাজ আরও বাকি। আরও এগোতে হবে।

এই বিশেষ বৃত্তের বাইরে যেসব প্রতিবন্ধীর দল আমাদের মধ্যে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিয়ে কেউ ভাবছে কি? যারা প্রতিদিন ধর্ষণে যুক্ত হচ্ছে, নারীত্বের লাঞ্ছনায় নিজেদের কলুষিত করছে, যারা আরও একটু আঁতাতে নিজেদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করছে, যারা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে মন্দির-মসজিদ-গির্জায় বোকা বানাচ্ছে, ভগবানের প্রতি অবিচার করছে, যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে প্রতিদিন মানুষের জীবনকে পণ্য করে তুলছে তারা কি মানসিক প্রতিবন্ধী নয়? আপনি কি এদের নিয়ে ভাবছেন? ভাবলে দেখতে পাবেন এদের সংখ্যাটা তথাকথিত প্রতিবন্ধীদের থেকে কয়েকশ গুণ বেশি। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। ফলে এদের চিহ্নিত করে বদলাবার লোক নেই।

হাস্যকর এটাই, সমাজের এইসব মুখোশধারী প্রতিবেশীরাই আবার ঘটা করে প্রতিবছর প্রতিবন্ধী দিবস পালন করে। প্রতিবন্ধীদের দিকে করুণাদৃষ্টি দিয়ে নিজেকে মহান বলে প্রতিপন্ন করে। আগামী ১৫ মার্চ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে সকলে নিজের দিকে চেয়ে দেখুন, আপনিও প্রতিবন্ধী নয় তো? অন্যের করুণার পাত্র নয় তো?

নারী শক্তি পুরস্কার দিলেন রাষ্ট্রপতি

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : ৮ মার্চে, আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১৪ সালের স্ত্রী শক্তি পুরস্কার ও নারী শক্তি পুরস্কার প্রদান করলেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আমাদের নিজেদেরকে স্মরণ করানো উচিত যে নারী ক্ষমতায়ন ও সাম্যতা, তাঁদের স্বাধীনতা ও মর্যাদাদান আমাদের দেশের মহিলাদের কোন্ অদূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা মনের আশা-আকাঙ্খা নয়। এইগুলি তাঁদের পবিত্র অধিকার। এইগুলি তাঁদের কাম্য কোনও বিশেষ সুবিধা নয়। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই অধিকারগুলি তিন হাজার বছরের পুরানো সমাজ ব্যবস্থার আচরণবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠাতারা সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার সময় নিশ্চিত করেছিলেন যাতে মহিলাদের অধিকার ও সাম্যতার বিষয়গুলি যথাযথভাবে গুরুত্ব পায়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি মহিলাদের বিকাশকে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান শ্রী মুখোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কিছু চলতি সামাজিক ধ্যানধারণা ও ভাবাবেগ ভারতের সমাজ ও অর্থনীতিতে মহিলাদের স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের গতিরোধ করেছে। ব্যক্তিগত-স্তরে এবং সকলে মিলে এই বিষয়গুলি জরুরিভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদেরকে এইসব দুর্বলতা এবং তার মূল কারণগুলি চিহ্নিত করতে হবে। দেশের নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন রোধ করা প্রাচীরগুলিকে সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়াস করতে হবে বলে রাষ্ট্রপতি জানান। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, দেশের সর্বত্র এখনও নারীদের প্রতি হিংস্রতা তাঁদের নিরাপত্তা, ভালো থাকা ও ক্ষমতার প্রকাশকে বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছে। এমনকি, মহিলাদের নিজেদের বিচার অনুযায়ী তাঁদের দুর্বলতা তাঁদের চলাফেরার স্বাধীনতা এবং শিক্ষা, কর্ম ও জরুরি পরিষেবা গ্রহণ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সত্যিকারের নারী ক্ষমতায়নের জন্য নারী জীবনকে প্রভাবিত করা সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে এক করে দেখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে ভারতের লিঙ্গ সাম্যতা ও নারী ক্ষমতায়নের প্রতি দায়বদ্ধতা পুনরায় স্মরণ করার আহ্বান জানান যাতে দেশের মহিলারা তাঁদের প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারেন এবং তাঁরা দেশের বিকাশে যোগদান করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি স্ত্রী শক্তি ও নারী শক্তি পুরস্কার বিজেতাদের অভিনন্দন জানান। মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রককে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য এবং পুরস্কারপ্রাপকদের সৎকর্মে লিপ্ত হওয়ার উৎসাহ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সত্যিই এদের পাশে কেউ নেই

মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

নির্দিষ্ট করে ধার্য করা থাকে এক একটা দিন। উদযাপনও করা হয়। কত প্রতিশ্রুতির রংমশাল জ্বলে। তারপর নিভে যায়। যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যায় তারা। প্রতিবন্ধী কাকে বলব? যারা মানসিক, শারীরিক তাদের? নাকি এদের নিয়ে যারা ব্যবসা চালায় তাদের। এদের মূল স্রোতে ফেরাবার চেষ্টার আড়ালে যারা লোক দেখায় তাদের। আসলে মনপ্রাণ দিয়ে কেউই চেষ্টা করছে না। মুখে এক কথা, ব্যবহারে আর এক রূপ। অভিভাবকরাও আন্তরিক নয়, তারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে কতটা ভাবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যখন অভিভাবক বা অভিভাবিকারা থাকবে না, তখন এইসব শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের কী অবস্থা হবে সে কথা কেউই চিন্তা করে না। কে তাদের দেখাশোনা করবে, সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা নেই। ভাবে তাদের প্রিয়জনরা দেখবে, বিষয় সম্পত্তির জন্য কাছে টানবে। কিন্তু বাস্তব হল বাবা মা যখন থাকবে না তখন নিকট আত্মীয়ও প্রতিমুহূর্তে ওদের মৃত্যু কামনায় ব্যস্ত থাকবে। কারণ, প্রতিবন্ধীর এটাই প্রতিবন্ধকতা। নিজে কিছু করতে পারে না, বলতে পারে না, অবাক দৃষ্টিতে শুধু দু'চোখে চেয়ে থাকে শূন্যতার অনিশ্চয়তার পথে। এদের মা বাবারা মিলিত ভাবে যদি একটা হোম গড়ার চেষ্টা করে না করে তাহলে এদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এদের জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোনও হোম নেই। এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তাও নেই, রূপ দেওয়া তো দূরের কথা। তবু এক একটা করে দিন আসে উদযাপন হয় অনেক কথার ফুল ফোটে, তারপর আবার ঝরে যায়। আবার ওই দিনটার জন্য থাকে অপেক্ষা। এভাবেই চলছে বছরের পর বছর। আর কবে কে এদের জন্য নতুন ভোর ছিনিয়ে আনবে, কে কবে হুইল চেয়ারের চাকায় চাকায় জুড়ে দেবে পাখির গতির ডানা।

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করল যারা

মেহবুব গাজি, ডায়মন্ড হারবার : বছরের হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাদ দিলে প্রতিদিনের রুটিন একই থাকে দম্পতির। ভোরের আলো ফোটার আগে অন্ধ পাত্র দম্পতি চলে আসেন ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তারপর বাংলা, ইংরেজি মিলিয়ে প্রায় ১০ রকম সংবাদপত্র বিক্রি করাই ওঁদের প্রতিদিনের রুটিন। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে নিরুপায় হয়ে শুরু করেছিলেন এই পথচলা। তারপর থেকে রুটিনে আর ছেদ পড়েনি। আগামী রবিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ওই দিনেও কাজে হয়তো তাঁদের কোনও বিরাম থাকবে না। আসলে তাঁদের জন্য যে একটি আলাদা দিন আছে তা তাঁরা মানতে রাজি নন। আরও কঠিন করে তাঁরা বলেন, এসব দিন নিয়ে ভেবে কী হবে? সরকারি কোনও সুযোগ সুবিধা তো পাই না। তাই ভাবিও না।

ডায়মন্ড হারবার পুরসভার মাধবপুর গোপালদাস পাড়ার বাসিন্দা বছর তিপ্পান্নর শশধর পাত্র ও তাঁর স্ত্রী বছর তেতাল্লিশের সুমনা পাত্র। বাড়িতে শশধরের বৃদ্ধা মা আছেন। অভাবের সংসারে একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক আগে। আদতে কলকাতার বাসিন্দা শশধর মাত্র চার বছর বয়সে কঠিন অসুখে পড়েন। সেই অসুখ থেকে বেঁচে ফিরলেও চিরতরের জন্য দৃষ্টিহীন হয়ে যান শশধর। তারপর টালিগঞ্জ এলাকার একটি স্কুলে পড়াশুনো। সেখানে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া। অন্যদিকে সুমনা জন্মান্ধ। টালিগঞ্জের স্কুলে পড়ার সময় শশধর –সুমনার আলাপ। সেই থেকে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। পরে সুমনা মাধ্যমিক পাশ করেন। দুজনেই পরবর্তী সময় চলে আসেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে। সেখানে বছর দুই থাকার পর পাকাপাকি ভাবে ঘর ব াঁধেন শশধর –সুমনা। এক সুস্থ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তাঁরা। পরবর্তী সময় কন্যা সন্তানের বিয়ে দিয়েছেন পাত্র দম্পতি। কিন্তু প্রথম দিকে এলাকায় এলাকায় পায়ে হেঁটে নানারকম জিনিস ফেরি করে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেও বছর দশেক আগে পাকাপাকি ভাবে সংবাদপত্র বিক্রি শুরু করেন। নিজেদের কাজে শশধর-সুমনা একে অপরকে সাহায্য করেন। তাছাড়াও কাজের সময় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াও খুব ভালো। শশধর যখন স্টল সামলান, তখন সুমনা প্ল্যাটফর্মে হেঁকে বিক্রি করেন সংবাদপত্র। তবে এই অন্ধ দম্পতির বাধা ধরা বেশ কিছু ক্রেতাও আছেন। তবে বেশির ভাগ ট্রেনে যাতায়াতকারি যাত্রী। প্রত্যেক কাগজ আলাদা করা থাকে। পাঠক বা ক্রেতা চাওয়া মাত্র ঠিক বান্ডিল থেকে তা দিয়ে দেন তাঁরা। সারা দিনে মেরেকেটে ৮০ থেকে ৯০ টাকা উপার্জন তাঁদের। কিন্তু কম উপার্জনে কোনও আক্ষেপ নেই তাঁদের। পাত্র দম্পতি খুব উদাসভাবে বলেন, আমরা অন্ধ বলে খবরের কাগজ পড়তে পারি না। কিন্তু কাগজ বিক্রির ফাঁকে পাঠকদের পড়া শুনি অনেক সময়। তখন বুঝি আমাদের গুরুত্ব। আর পাত্র দম্পতির নিয়মিত ক্রেতা তথা স্থানীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক আজিজুল হক বাবলুর কথায়, আমরা তো চোখ থেকেও অনেক সময় অন্ধ। কিন্তু ওনারা অন্ধ হ য়েও শিক্ষার আলো জ্বালানোর কাজ নিয়েছেন।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, কর্মদক্ষতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাই বদলাতে পারে গতানুগতিক নারীজীবনকে। এটা তাদের ক্ষমতার উৎস। নারী দিবসে গত ৮ মার্চ কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত জাতি গঠনে মহিলাদের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা চক্রে এভাবেই ব্যাখ্যা করলেন উপস্থিত বক্তারা। উপস্থিত ছিলেন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. শ্রীরাধা দত্ত, অক্সফোর্ড বুক স্টোরের অধিকর্তা ময়না ভগত, প্রবীণা সাংবাদিক রত্নত্তমা সেনগুপ্ত, গুরু নানক পাবলিক স্কুলের অধিকর্তা অমৃত কাউর সাবারওয়াল ও অধ্যাপক বিগতা পট্টনায়ক। লিঙ্গ সমতা ও ইতিবাচক মনোভাবই পারে মহিলাদের হাতে পরিবার ও দেশকে সুচারু রূপে গড়ে তুলতে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা জয় করলেন বাংলার হৃদয়

দীপককুমার বড় পণ্ডা

আটপৌড়ে শাড়ি পরে ভদ্রমহিলা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে

দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু একটা বলতে চান অনুমান করে ড. সোমা কিরো তাঁকে কাছে ডাকলেন। বললেন,

– কিছু বলবেন?

– হ্যাঁ, মানে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব। মহিলা খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত।

– বলুন, কী বলতে চান। ড. কিরো আন্তরিকভাবে মহিলাকে বললেন। সোমাদেবী ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয়-এর সহকারি কীপার। এছাড়া, তিনি কলকাতায় 'ঈশানী' অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর। সেই মহিলা বলতে শুরু করেন,

– আসলে আমরা তো বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে পারি না। সারাক্ষণ ঘর-সংসারের কাজ করি। ভালো কোনও অনুষ্ঠান বাড়ির বাইরে গিয়ে আমাদের দেখার সুযোগ হয় না। আপনারা যে অনুষ্ঠান করলেন, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এত রাজ্যের এতরকম নাচ, কতরকম মানুষ আগে কোনওদিন দেখিনি। জীবনে এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রথম দেখলাম। ভাবলাম, আপনাদের জন্য তো এই সুযোগ পেলাম, একবার বলে যাই।'

মহিলা এবার একটু চুপ করেন। আবার বলতে থাকেন,

– আমার মেয়ে অবশ্য নানা জায়গায় যায়, সে ব্রতচারী শেখায়। সেই বলল, মা আন্টির সঙ্গে কথা বলে এসো। আপনার সঙ্গে দেখা করার লোভ সামলাতে পারলাম না।' এবার থামলেন তিনি। কলকাতার শহরতলির জোকার এক গৃহবধূ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন এইভাবে। সেই মহিলা আবার বলছেন, 'এটা শুধু আমার কথা নয়, এখানকার সব মানুষের কথা।'

এতক্ষণে ব্রতচারী গ্রামের সেই মহিলা মনের দিক দিয়ে খানিকটা হাল্কা হয়েছেন। এই কথা বলতে না পেরে যেন তাঁর মনে শান্তি আসছিল না। ১ থেকে ৫ মার্চ ঠাকুরপুকুর জোকার ব্রতচারী গ্রামে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় গুরুসদয় উদ্যানে আয়োজন হয়েছিল 'ঈশানী' উৎসবের। ভূপাল-এর ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয় এবং কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে পাঁচ দিন ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ঈশান কোণের রাজ্যগুলি অর্থাৎ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিম-এর শিল্পীদের নিয়ে ছিল এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে তাঁরা নাচলেন, গাইলেন, নিজেদের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রি করলেন – মাতিয়ে দিলেন কলকাতার মানুষকে।

আর দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর, বেহালার দর্শকরা আবেগে ভাসার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষগুলোকে। এখনও ওই রাজ্যের মানুষেরা নিজেদের ঐতিহ্যকে কিভাবে লালন করছেন, তা দেখলেন এখানকার মানুষেরা। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আবেগের কথা জানানোর জন্য এলেন আয়োজকদের কাছে। আয়োজকরা অনুভব করলেন, তাঁদের অনুষ্ঠান সার্থক। কেউ বললেন, 'ঠাকুরপুকুরে বসে এ জিনিস দেখতে পাব ভাবিনি।' কেউ বললেন, 'কলকাতায় এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রথম।' কারোর দাবি, 'পরের বছরও এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে হবে কিন্তু।' নানাজনের নানা কথা। আয়োজকদের তরফে ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব সংগ্রহালয়-এর অধিকর্তা অধ্যাপক সরিৎকুমার চৌধুরী বললেন, 'আমরা চেষ্টা করব, যাতে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় এই ধরনের আরও অনুষ্ঠান করা যায়।'

অধিকর্তার বক্তব্যে গুরুসদয় উদ্যানের ভরা মাঠ হাততালিতে ফেটে পড়ল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক রূপরেখা আমরা জানি না। আমরা জানি না, তাঁদের সাংস্কৃতিক পরম্পরা কিভাবে তাঁরা টিকিয়ে রেখেছেন। প্রতিটি আচার-পরবেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা নানারকম নাচ-গান করেন। সেইসব অনুষ্ঠানই দেখা গেল এখানে। হোলি উৎসবের একটি অপরিহার্য অংশ 'ধন ঢোলক চলম'। মণিপুরের বৈষ্ণব যুগের পরবর্তীকালের সংস্কৃতি এটি। নাগাল্যান্ডের শস্যচ্ছেদন উৎসবে হয় 'ও নিং গিং গিং নাচ'। এই নাচের মাধ্যমে দেবতা লিজাবার-এর পূজা হয়। মেঘালয়ে গারো উপজাতির মহিলারা ঝুম চাষের সময় রুগালা নাচ করেন। ঝুম চাষের প্রথম ফসল উৎসর্গ করা হয় মিসি সালজাকে। মণিপুরের বিখ্যাত মারশাল আর্ট 'আংটা নাচ' – এই নাচ শুধু শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণেরও বটে। ত্রিপুরায় 'হোজাগিরি' নৃত্যের মাধ্যমে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। অসমে বোরো উপজাতিদের এক অনবদ্য নাচ 'বাগুরুম্বা নাচ'।

যাওয়া আসার পথে পথে

অসমের যে কোনও উৎসবের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ নাচ বিহু – যা সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বহাগ বিহু বসন্তোৎসবের নাচ। সব সম্প্রদায়ের মানুষ এইসব নাচ উপভোগ করেন। নাগাল্যান্ডের পুরুষ ও নারী যৌথভাবে নাচে 'মাকুহে এ নিংচি'। যুদ্ধে জয়ীরা শত্রুদের কাটা মুন্ডু ট্রফি হিসেবে নিয়ে গ্রামে ফেরে। মহিলারা তখন তাদের বরণ করে স্থানীয় পানীয় 'রাইস বিয়ার' (চাল থেকে তৈরি) দ্বারা আর আপ্যায়ন করে ঝলসানো মাংস দিয়ে। এই প্রতিটি নাচ নাচলেন উত্তর-পূর্বের যুবক-যুবতীরা। মেতে উঠলেন কলকাতার মানুষেরা।

শুধু কি তাই, এক ঝলকে দেখা গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা এবং জীবনবোধ। হয়তো, সেই বোধের কথা জানানোর জন্য, তাঁদের সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য আয়োজন হয়েছিল আলোচনাচক্রের। আলোচনায় বললেন, অধ্যাপক ড. সৌমেন সেন এবং গৌতম শর্মা। সভাপতিত্ব করলেন অধ্যাপক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক ড. দুলাল চৌধুরী। এছাড়াও, এই রাজ্যগুলি থেকে এসেছিল নানারকম হস্তশিল্প – আসামের পোড়ামাটি ও ধাতুশিল্প, নাগাল্যান্ডের কাঠের কাজ, অরুণাচলপ্রদেশের হার ও সিকিমের ব্যাগ, মণিপুরের পুতুল শিল্প, ত্রিপুরার বাঁশ-বেতের কাজ, আসামের পেতলের বাসন, ঘাসের তৈরি শিল্প, বিভিন্ন ধরনের কাপড় প্রভৃতি কত কি! অরুণাচলপ্রদেশের নুদাম এসেছিল ওখানকার তৈরি নানারকম হার নিয়ে। থামের ধারে বসে বছর কুড়ির এই যুবতী বলেছিল, তার বাবা ডাক্তার। সে এমবিএ পড়ছে।

– কেন এই কাজে এসেছ? জানতে চাই। একচোট হাসে সে। প্রশ্নটাই তার কাছে বিস্ময়ের। ইংরেজিতে চোস্ত মেয়েটির ঝটপট উত্তর,

– আমাকে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বুঝতে হলেতো 'প্র্যাক্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স' (সরাসরি অভিজ্ঞতা) বাড়াতে হবে। আন্টির দোকানটা তাই এখন আমি চালাই। আন্টি অসুস্থ, দোকানটা বন্ধ হয়ে যেত আমি না চালালে। আর আমিও আমার কাজটা শিখে যাচ্ছি এই কাজ করতে গিয়ে। এছাড়া, আমাদের ওখানে সবাই সব কাজ করে। কাজের কোনও ভাগাভাগি নেই।

– এখানে এসে কী অভিজ্ঞতা হল? জানতে চাই কৌতূহলে।

ঝকঝকে সুন্দরী নুদাম হেসে লুটোপুটি খায়। মাথার সমস্ত চুলে তার মুখ ঢেকে যায়। চোখ-মুখ থেকে লম্বা চুলটা সরিয়ে সে বলে, 'এখানকার লোকেরা শুধু দাম জানতে চায়, কিন্তু কেনে কম। তবে, শেষদিনে কিনেছে প্রচুর।'

মেলা শেষ, গুরুসদয় সংগ্রহশালার সামনে এক যুবক বসেছিল। খানিকটা আনমনা সে। অন্যদিকে তার বন্ধুরা হাসিতে মশগুল। যুবকটির কাছে যাই। ওর নাম পাতিয়া। বছর চব্বিশের মিজো যুবক বিএ পাশ করেছে। সুন্দর নাচতে পারে। জানতে চাই, মন খারাপ কেন? সে বিমর্ষ হাসে। কিছুক্ষণ পর আবার সেই এক প্রশ্ন করি। এবার সে উত্তর দেয় – 'কয়েকদিন আনন্দে কেটে গেল। এখন বাড়ি ফিরে কী করব তাই ভাবছি?' চাকরি সংক্রান্ত একটা হতাশা তার মনে। আগের দিন একজন বলছিলেন, মিজোরামে চাকরির অভাব নেই। কিন্তু, পাতিয়া-র তবে এই হতাশা কেন!

হাসিখুশি মিজো যুবক মারিন অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। তার আশা, সে মিজোরামে পর্যটন দপ্তরে চাকরি পেয়ে যাবে। সেও বিএ পাশ করেছে। পর্যটনে তার আগ্রহ আছে।

নাগাল্যান্ডের যুবক ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ইমিলি এখন শিক্ষকতা করে একটি প্রাইমারি স্কুলে। তার মায়ের নাচের দলের সঙ্গে সে এসেছে। মা ৫৩ বছর বয়সেও এখন সাবলীল নাচতে পারেন। নাচের দলের তিনিই গুরু। সমাজকল্যাণ দপ্তরের ভাতা পাওয়া মহিলা বেশ সপ্রতিভভাবে বলেন নিজের জীবনের নানা আনন্দের কথা। শুধু নাচের জন্য দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়ে আজ তিনি বেশ সুখী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল বেড়ানোর জন্য বেশ আকর্ষণীয়। সারাবছর বহু মানুষ ওখানে যান পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ওখানকার প্রকৃতি, ওখানকার মানুষ, শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছু তুলে ধরার জন্য গুরুসদয় সংগ্রহশালার প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজন হয়েছে একটি প্রদর্শনী। মেলা শেষেও এই প্রদর্শনী কিছুদিনের জন্য থাকবে সাধারণ দর্শকদের জন্য। নাচ, আলোচনা, প্রদর্শনী সব দেখার পর দর্শক-শ্রোতা মুগ্ধ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হল। ধীরে ধীরে স্টলগুলো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সেইসময়, ক্লাস ফাইভ-এ পড়া একটি ছেলে তার বাবাকে এসে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'বাবা, এবার পুজোয় নর্থ-ইস্টে বেড়াতে নিয়ে যাবে? সুমি দিদি বলেছে ওখানে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দেবে।' হস্তশিল্পী গৌহাটির মেয়ে বছর কুড়ির সুমি খিল খিল করে হেসে ওঠে। দামি দামি মেখলা, শাড়ি, চাদর, শো-পিস গোছানোর পালা শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে।

মাঙ্গলিকী

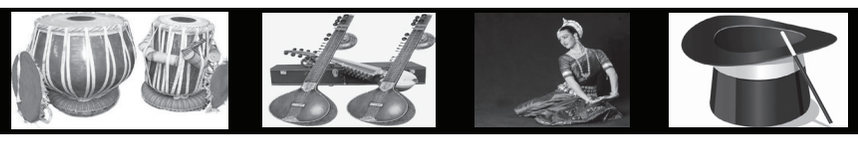

অরুণা বর্ধন স্মরণ সন্ধ্যা

সে ছিল এক অতি উজ্জ্বল স্মরণ সন্ধ্যা, জীবনানন্দ সভা ঘরে। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি জগতের শতাধিক গুণীজন যোগদান করেন উপরোক্ত তিন প্রয়াতের স্মরণ সভায়। অতি ভাব গম্ভীর পরিবেশে উজ্জ্বল ছিল সন্ধ্যাটি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বলীন্দ্র নারায়ণ রায় ও বঙ্গ ভারতী পরিষদের বিশিষ্ট জন শ্রী পল্লব কুমার পাল। আসর সঞ্চালনায় ছিলেন অরুণা বর্ধনের সুযোগ্য পুত্র, ময়না কলেজের অধ্যক্ষ, জনসমুদ্র সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তথা বাংলা 'লিটল ম্যাগাজিন' জগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন।

কাঁটায় কাঁটায় বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠানের শুরু। সঞ্চালক অতি বিনীতভাবে, আন্তরিক ভাষণে সকলকে স্বাগতঃ জানালেন সভায়। এরপর সভাপতি, দুই বিশিষ্ট অতিথি প্রয়াত ত্রয়ীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন। পরে বহুজন পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করলেন। সংস্কৃতির মাধ্যমে ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানানোর পূজা শুরু হল জাদুকর সোনালি কর্মকারের ফুলের জাদু দিয়ে; পরে তিনি দেখালেন 'ড্যাঙ্গিং ডলের' নতুন জাদু, অতি সুচারু ভাবেই শুরু হল শ্রদ্ধার্ঘ্য পর্ব।

এরপর অরুণা বর্ধনকে সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রদ্ধা জানালেন শব্দের ঝংকার পত্রিকার সম্পাদক, কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়, আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের সাংস্কৃতিক সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর বিবিধ গানের মাধ্যমে প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানালেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অদিতি রায়, দেবযানী সমাদ্দার প্রমুখ।

আলাদাভাবে গানের কথা উল্লেখ্য শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্রর পরিবেশন। এদিন অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি মহীষাদল থেকে স্বর্ণেন্দু শেখর দাস, যিনি ওই অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সংবাদ–সংস্কৃতি পত্রিকা শিল্প মননের সম্পাদক। তিনি প্রয়াত ত্রয়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১টি নিবন্ধ লিখে পাঠান বিশিষ্ট অতিথি ডাঃ বলীন্দ্র নারায়ণ রায়ের হাত দিয়ে, তিনি সেটি পাঠ করে শোনালেন, নিবন্ধটি ছিল হৃদয়স্পর্শী। আর এক বিশিষ্ট অতিথি, যিনি অরুণা বর্ধনকে শ্রদ্ধা জানালেন হৃদয়গ্রাহী ভাষণে, তিনি হলেন পল্লব কুমার পাল। শ্রদ্ধার্ঘ্য সূচক স্বরচিত কবিতা পাঠে যাঁরা আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন নিত্যানন্দ দাস, শর্মিষ্ঠা মাজি, বিধান সাহা, ডাঃ রূপালি বিশ্বাস, ঝুনু ভৌমিক। ত্রয়ীকে আরও ঋদ্ধ ভাষণে শ্রদ্ধা জানালেন 'শব্দকিরণ' উজ্জ্বল সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী। এদিন ত্রয়ীকে সমৃদ্ধ স্বরচিত কবিতা পাঠে, শ্রদ্ধায় অতি উজ্জ্বল ছিলেন ডাঃ বলীন্দ্রনাথ নারায়ণ রায়।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে বহু কবি, লেখক তাঁদের বিবিধপাঠের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে করলেন আরও সমৃদ্ধ। এই পাঠে উল্লেখ করতেই হয় 'স্পেশাল ইভেন্ট' হিসাবে ৫ বছরের সোহম হালদারের রাইম বলার ঘটনার কথা— প্রথমে মঞ্চে উঠে সোহম নিশ্চুপ, কিন্তু যেই বলা হল 'একটা কলম পাবি' ওমনি তার মুখ থেকে রাইম বেরিয়ে এলো ঝর্ণাধারার মতন—এই হল আসল ম্যাজিক। এদিন জনসমুদ্র সাহিত্য পত্রিকার তরফে 'লাইফটাইম এ্যাচিভমেন্ট' মানপত্র তুলে দেওয়া হল ডাঃ বলীন্দ্র নারায়ণ রায় ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে।

এদিনও দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্য সংস্কৃতির আসর রাত্রি ৯টা পার করে চলতে থাকে না শেষ হওয়ার ছন্দে....

কোন্নগরে জাদু আড্ডা

১১ জন জাদুকরের উপস্থিতিতে জমে উঠল কোন্নগরের জাদু আড্ডা (ক্রিকেট টিম)। আসর বসেছিল যথারীতি কোন্নগরবাসী বরিষ্ঠ জাদুকর জে পি ব্যানার্জীর বাসভবনে। যথারীতি তিনি উষ্ণ, আন্তরিক স্বাগত ভাষণে আসরে উপস্থিত সকলকে আপন করে নিলেন। সঞ্চালনায় এলেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমেই তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। জাদুকর শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হবার পর পশ্চিম বাংলার জাদু জগতে দুজন জাদুকরের নাম করা যায় যাঁরা শুধু জাদু কলাকেই ভালবাসেননা, সেই সাথে সব জাদুকরকেও ভালবাসেন। এই দুজনের মধ্যে ১ জন যদি হন বড়িশার জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা, তবে অপরজন হলেন কোন্নগরের জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা জাদুকর জে. পি. বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর, জাদু লেখক শ্রী এইচ ভট্টাচার্য। অতি উজ্জ্বল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দ কিরণের গত শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রী ভট্টাচার্যের একটি জাদু–নিবন্ধ যাতে জানা যায় জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের 'জাদু সম্রাট' হয়ে ওঠার একদম গোড়ার কথা। এই নিবন্ধটি পত্রিকাটির সকল পাঠকের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। এদিন আসরে শ্রী ভট্টাচার্যের হাতে পত্রিকাটি তুলে দিলেন সঞ্চালক। পরে শ্রী ভট্টাচার্য শোনালেন বাংলার বিগত যুগের জাদুকলা চর্চার সুন্দর কাহিনী তরুণ প্রজন্মের জাদুকর বন্ধুদের ঋদ্ধ করলেন বাংলার জাদু–ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

এরপর জাদুকর জে পি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন চারিত্রিক গুণের বিশেষ প্রশংসা করলেন আসরে উপস্থিত অভিজ্ঞ, পেশাদার জাদুকর এম এন মুখোপাধ্যায়। পরে পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক কালের জাদুকলা চর্চা নিয়ে শ্রী মুখার্জী, কৌতুক রস সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখলেন একজন পেশাদার জাদুকর হিসাবে জাদু প্রদর্শনের সাথে তাঁর উজ্জ্বল বাচন কলারই প্রমাণ রাখলেন। আসরে উপস্থিত আরও এক অভিজ্ঞ পেশাদার জাদুকর, জাদুরাজ উৎপল শোনালেন এক কালের বিখ্যাত জাদুকর বি. এন সরকারের সারা ভারত জুড়ে তাঁবুর জাদু প্রদর্শনীর কথা, যাতে তিনি একসময়ে পেশাদার জাদুকর হিসাবেই সুদীর্ঘকাল অংশ গ্রহণ করেছেন। বস্তুত এদিন জাদু আড্ডা জমে উঠলো জাদু নিয়ে বিবিধ আলোচনায়। এছাড়া জাদুতো ছিলই বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ড আপ জাদু দেখিয়ে এদিন আড্ডাকে আরও জাদুময় করে তুললেন দেব মল্লিক, সুরজিত, রাজশ্রী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ মুখার্জি— শেষোক্ত জনের 'শেপোগ্রাফি' জাদুময় কলা প্রদর্শন এক কথায় অনবদ্য।

এদিনও জে পি ব্যানার্জীর পরিবারের সকলে প্রভূত জলযোগের ব্যবস্থার সাথে, আন্তরিকতার ছোঁয়ায় সকলকে আপন করে নিলেন।

টাকা না পেয়ে গৃহহীন

প্রথম পাতার পর

তিনি আরও বলেন জমির দলিলের জেরক্স কপি দিতে হবে। আর খাস ল্যান্ড হলে ভূমি দফতরে দখল সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে। তবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ছাড়া হবে। এদিকে এই প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা না পেয়ে ক্ষুব্ধ বি পি এল ভুক্ত পরিবারগুলি। তারা ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে বলেন আমরা মাতলা মৌজায় ৩০ বছর কেউ বা ৪০ থেকে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছি। বহুবার পাট্টার জন্য আবেদন করা হয়েছে বিভাগীয় দফতরে।

বিগত বাম সরকার এ বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করেনি। বর্তমান সরকারও উদাসীন। এমনকি মাতলা মৌজায় বহু উদ্বাস্তু পরিবার দীর্ঘ বছর ধরে বসবাস করছে। সব কিছু জেনেশুনে নেতা, মন্ত্রীও বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকরা নীরব দর্শক হয়ে বসে আছে। গৃহহীন বিপিএল ভুক্ত পরিবাররা আরো বলেন যদি জমির দলিল, পাট্টা কিংবা দখল সার্টিফিকেট লাগবেই, তাহলে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার আগে সব কিছু দেখে শুনে দেওয়া হল না কেন? প্রথম কিস্তির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে গৃহহীন করে এখন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা আটকে দিলে বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে। এমনকি প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। সামনে বর্ষাকাল ছেলে–মেয়ে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে অসহায় অবস্থায় আমরা দিন কাটাচ্ছি। এখন কি করবো নিজেরা জানি না।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন এমন ধরনের ঘটনা আমার নজরে ছিল না। বিষয়টি জানতে পেরে জেলা শাসককে বলা হয়েছে যথাযথ ব্যবস্তা নেওয়ার জন্য। গৃহহীনরা যাতে গৃহ নির্মাণ করতে পারে সেই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামিমা সেখ বলেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন ভূমি দফতরকে বলা হয়েছে জমির বিষয়ে কোনও সমস্যা থাকলে সেটি দেখার জন্য। আশা করা হচ্ছে সমস্যা শীঘ্রই মিটে যাবে।

জয়ের সম্ভাবনাতেও কাঁটা

প্রথম পাতার পর

যারা দল পালটেই ঘাসফুলের শিলমোহর নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে মালা রায় ছিলেন সর্বাধিক মমতা বিরোধী। পার্কস্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড, সারদা ইস্যু, ত্রিফলা কেলেঙ্কারি–সহ একাধিক বিষয় তিনি যেভাবে শাসক দল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা করেছেন তা নজির গড়ার মতো। এহেন মালাদেবী কোন অঙ্কে তাঁর পুরনো দলে ফিরে এলেন যাবতীয় বির্তকিত প্রসঙ্গ ঢোক গিলে তা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। মমতার বিরোধিতা সত্ত্বেও একবার এনসিপি'র বকলমে ঘড়ি চিহ্ন নিয়ে এবং পরের বার খোদ তৃণমূল নেত্রীর প্রার্থী অনুপ চট্টোপাধ্যায়কে যেভাবে হারিয়েছিলেন মালা রায় তা যে ভালো কাজের ভিত্তিতে তা অনস্বীকার্য। সেই মালাদেবীর এই উলট পুরাণ নিঃসন্দেহে এবারের কলকাতা পুরভোটের সবথেকে বিতর্কের বিষয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির সঙ্গে দ্বন্দ্ব না বিগত লোকসভা নির্বাচনে নিজের ৮৮ ওয়ার্ডে (উল্লেখ্য দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন মালা রায়) তৃণমূল, বিজেপি এবং সিপিএমের পিছনে চার নম্বরে শেষ করা এই দুয়ের মধ্যে কার পাল্লা বেশি তা নিয়েও চলছে গবেষণা। যে চর্চা রাজনীতির অলিন্দ ছাড়িয়ে এখন গোটা মহানগরীর চায়ের দোকান থেকে ট্রেনে–বাসে সর্বত্র সংক্রামিত। অন্য যারা অন্য দল থেকে তৃণমূলে এসেছেন তাঁদের মধ্যে এন্টালি অঞ্চলের অরুণ দাস একসময় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছিলেন তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হেনস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। অবশ্য মমতা বিরোধিতায় এদের সুর সেভাবে চড়া ছিল না কোনওদিন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির প্রার্থী তালিকাতে নাকি জায়গা করে নিতে পারেন বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা। এই তালিকায় অদ্ভুতভাবে ভেসে উঠেছে কংগ্রেসের দাপুটে কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের নামও।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার রায়তগণকে জানানো যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি' প্রকল্প রূপায়ণের প্রয়োজনে বাস্তু তৈরীর জন্য উপযুক্ত জমি বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সরকার ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সর্বপ্রকার বিবাদমুক্ত ও নিজ দখলে থাকা, বিক্রয়ে আগ্রহী জমির মালিকদের সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। আগ্রহী ব্যক্তি মার্চ ২৬, ২০১৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জমির নিজ নামের দলিল ও পর্চার প্রতিলিপি সংযুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট দরখাস্ত জমা দিবেন।

সংশ্লিষ্ট এলাকা :

ব্লক – ক্যানিং ২
মৌজা – বামুনিয়া
জে. এল. নং – ১৪
প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ – ২.১০ একর

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাষক ও
জেলাভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

৩০৭(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১৩.০৩.১৫

নামখানা মেতেছে অকাল উৎসবে

মেহেবুব গাজী

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো, শরতের আকাশে যখন পুজোর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গোটা বাঙলা মেতে ওঠে এই দুর্গাপুজোতে। ঠিক উল্টোদিকে বসন্তে মেতে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মানুষেরা। সুন্দরবনের প্রত্যন্তর এই গ্রামে সাড়ম্বরে চলে শ্রেষ্ঠ উৎসব। মা সন্তোষী পুজো। দুর্গাপুজোর চারদিনের মতো চলে এই উৎসব। এখানকার মানুষ যেমন 'শারদীয়া'য় গা ভাসিয়ে দেয় ঠিক তেমনই নানা রূপ গন্ধে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে এখানকার মানুষ। বাতাসে থাকে শীতের আমেজ। সাজিয়ে ওঠে নতুন গাছের পাতা। ডানা মেলে উড়ে যায় দূরে ওই পাখি। বাতাসে ফুলের গন্ধ, আর এই সন্ধিক্ষণে নামখানা ও ফেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা ও হোমগার্ডদের পরিচালনায় চলে সন্তোষী মায়ের পূজা। দীর্ঘ ৩৯ বছরের এই পুজো। নামখানার দক্ষিণ চন্দ্রনগর স্টেডিয়াম মাঠে চার দিন ধরে চলে এই পুজো। কথিত আছে কোন এক সময় হোমগার্ডরা বেতন পায়নি তখন থেকে এই মায়ের আরাধনা করাতেই তাদের সমস্যা সমাধান হয়। গ্রামের মহিলরা আসেন এই পুজোর মানসিক করতে যাতে তাদের স্বামী পুত্ররা ভালো থাকে। কারোর স্বামী বিদেশে থাকেন তারা যাতে সুস্থভাবে থাকে, ভালোভাবে ফিরে আসেন সেই কামনাও করেন। পুজারী উমাশঙ্কর চক্রবর্তী জানান 'নামখানা, সাগর কাকদ্বীপ ব্লকের মানুষরা আসেন এই পুজোয়। দুর্গা পুজোর পর এই পুজো বেশ সাড়ম্বরে হয়। স্থানীয় এক হোমগার্ড জানান ১৯৭৭ সালে যখন আমাদের এলাকার লোকেরা হোমগার্ড এ যায় তখন ২১–২২ দিনের বেতন আটকে যায় আর তখন থেকেই আমরা সন্তোষী মায়ের পুজো করি ও আমাদের

সমাধান হয়ে যায় ও আজ পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি। প্রায় ৩০০–৩৫০ হোমগার্ড এই পুজো করে। পুজোর কদিন চলে যাত্রা, গাজন, নাটক ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই পুজোর পরিদর্শন করতে আসেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালিক ও আরও অনেকে। এছাড়া পুজাকে কেন্দ্র করে চলে মেলা, বসে হরেকরকম দোকান। এই মেলাও পূজা পরিদর্শন করেন ফেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি জয়ন্ত পোদ্দার ও নামখানা থানার ওসি সঞ্জয় কুমার দে। নামখানা থেকে পুষ্পা পাল বলে এক মহিলা আসেন তিনি জানান আমাদের এই পুজো দুর্গা পুজোর মতোই আনন্দ করা হয় বাড়ির বাচ্চারা নতুন জামাকাপড় পরে বেড়াতে আসে। আমরা ছেলে মেয়ের শারীরিক ও পড়াশুনার জন্য মানসিক করি, যাত্রা দেখতে আসি। এদিন 'পল্লীবাংলা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। দীর্ঘ ১ বৎসর এর ঘটনা তুলে ধরা হয় প্রজেক্টরের মাধ্যমে। ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় সম্মাননা ও শংসাপত্র।

ওঁ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদন্তে নরাধমা...

চার শ্রেণির মানুষ ভগবানের শরণাগত, শরণাপন্ন হতে চায় না। এই চার শ্রেণির মানুষ কারা? সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন— ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

সমগ্র বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র সবায়েরই আলোচ্য বিষয় ও জানার বিষয় ও লক্ষ্য বস্তু একটাই— শ্রীকৃষ্ণকে জানা। কেউ নির্বিশেষভাবে, কেউ সবিশেষভাবে কেউ নিরাকারের উপাসনার মাধ্যমে কেউ বা সাকার উপাসনার মাধ্যমে সেই পরম পুরুষকে ও সেই পরম সত্যকে জানতে চেষ্টা করছে। যে যোগী অরণ্যে বসে ধ্যান করে, তিনি ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ান, আবার গৃহী পূজা অর্চনা করে তার নাম কীর্তন করে তাকে জানতে চায়। তাকে বুঝে আনন্দ পেতে চায়। সবাইয়ের লক্ষ্য বস্তু এক— নিরাকার বা সাকার ভগবানের সাযুজ্য লাভ করা। তাকে জানা তাকে বোঝা তার করুণা পাওয়া।

কোটি কোটি বছর ধরে লক্ষ লক্ষ সাধু, মুনি, ঋষি, যোগী, মহাপুরুষ সেই চরম সত্যের সন্ধান করছে। সেই সত্য— সত্যম, শিবম, সুন্দরম্‌কে। স্বয়ং যমরাজ বলছেন সেই সত্য ''ওঁ''। তাকে জানলে মানুষ অনন্ত সুখ শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। তাকে জানলে মানুষের আর কিছুই পাওয়ার থাকে না। জানার বাকি থাকে না। গীতায় ও ভাগবৎ পুরাণে আবার এই ওঁ কে বলা হল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ— ব্রহ্মাজী তাকে অনাদির আদি ও সর্বকারণের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে কত অনু আছে, সূর্যের কিরণের মধ্যে কত রশ্মিকণা আছে, আকাশে কত বায়ুকণা আছে তা বিজ্ঞানীরা জানতে পারবে কিন্তু তোমার মহিমা ও তোমাকে জানা, কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের পূর্বসুরী সকল মহান আচার্যগণ মহাজ্ঞানীজন থাকলে তার শরণাগত, শরণাপন্ন হতে বলেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৮/৬৫তে বলছেন

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।।

এবং ১৮/৬৬ তে বলছেন

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোতোভাবে, সবরকম ভাবে শরণাগত হলে তিনি এই মৃত্যুময় দুঃখময়, জ্বালাময়, বিষাদময় ভবসাগর থেকে উদ্ধার করবেন। এইভাবে ভক্তের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি আমার ভক্তকে সব সময় রক্ষা করব। যেমন দ্রৌপদিকে তিনি চরম বিপদে রক্ষা করেছিলেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের সমাজে তথাকথিত কিছু পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ বা জনসাধারণে নেতারা পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করেন, অশ্রদ্ধা করেন এবং তার শরণাগত হতে চায় না। ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় ছাড়া কোনওভাবে মুক্তি সুখ পাওয়া যায় না তবুও ওই শ্রেণীর মানুষ তার শরণাগত হতে চায় না কেন?

দিবারাত্র দেহের জড় সুখের ব্যবস্থা ও চিন্তা করতে করতে দেহের ও মনের নানান বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবুও তার শরণাপন্ন হচ্ছে না। কেন?

শ্রীমদভাগবৎ গীতাই এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।৭/১৫

ন মাং দুস্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদন্তে নরাধর্মাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।

সত্যযুগে হিরণ্যকশ্যিপু, ত্রেতায় রাবণ, দ্বাপরে কংস এরা সবাই দুর্দান্ত শক্তিশালী, প্রতাপশালী ছিলেন। এরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেরা ভগবান বলে জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিল। নিজেদের অপরাজেয় অমর বলে ধরে নিয়েছিল। বাহুবলে সমগ্র সংসারে সকল সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার ফল ভগবানের হাতেই তাদের মৃত্যু। যারা তাকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে সেই সমস্ত দূরাচারীদের চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১) প্রথম শ্রেণী হলেন মূঢ়— এরা মুর্খ। গাধার মত সারাদিন নিজের ভোগের জন্য পরিশ্রম করে ও পরিশ্রমের ফল নিজেই ভোগ করতে চায়। উদরপূর্তি ও যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি করা ছাড়া একের কাছে আর অন্য কোনও দর্শন থাকে না। এরা চার্বাকের দর্শনকে (ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত) জীবনের দর্শনভাবে। খাও দাও ঋণ করো, জীবনকে ভোগ করো। ভগবান বলে কিছু নাই। জন্ম একটাই, মৃত্যুর পর কি হবে—জানা নাই। তাই পশুর মত ভোগ ছাড়া অন্য অন্য কিছুই ভাবে না। এরা মূঢ়। মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই তার শরণাপন্ন হতে জানে না। পশুর ভাব নিয়ে জাত।

২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে নরাধম। সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। এই শ্রেণীর মানুষ রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত হলেও ধর্মিয় অনুশাসন দ্বারা জীবনকে এরা পরিচালিত করেন না। যদিও জগতে শ্রীকৃষ্ণ সবচাইতে শক্তিশালী। তার চেয়ে কেউ শক্তিশালী বা গুণশালী নয়। তবুও নরাধম ভাবে আমি শক্তিশালী। এরা মানুষ হলেও ভগবৎ বিদ্বেষী, ক্রুর, অত্যাচারী, অহংকারী হয়। এই ধরনের নরাধম অশুভ পশু যোনিতে জন্ম লাভ করে। মানুষ হলে মানুষের যে সহজাত ধর্ম তা পালন করে না তাই এরা নরাধম।

৩) তৃতীয় শ্রেণী হল মায়য়া অপহৃত জ্ঞানা ব্যক্তি। এরা সমাজে বিদ্বান পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি প্রভৃতি হন। কিন্তু মায়ার প্রভাবে এদের প্রকৃত জ্ঞান ঢাকা থাকে। ফলে ভগবানকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে। সূর্যকে যেমন মেঘ ঢাকা দেয়। তেমনি কামনা বাসনার ও অহঙ্কারের মেঘ এদের সুদ্ধ চেতনাকে ঢেকে রাখে। এরা ভগবান আছে কিন্তু ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন করে। এবং ভগবান সম্বন্ধে নানান মনগড়া তত্ত্ব খাড়া করে। সমাজকে বিভ্রান্ত করে। এরা নিজেরা ভগবানের শরণাগত হয় না বা কাউকে শরণাগত হতে বলে না। ভগবান সম্বন্ধে এরা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। এরা পণ্ডিত, জ্ঞানী বিদ্যান হলেও ভগবৎ গীতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এদের প্রকৃত জ্ঞান মায়ার দ্বারা ঢাকা থাকে।

৪) আসুরং ভাবমাশ্রিত— এই সকল মানুষ নির্লজ্জভাবে নাস্তিক। যদিও এরা নররূপধারী কিন্তু এদের স্বভাব অসুরের মত এরা বলে ভগবানকে সামনে পেলে তাকে মেরে ফেলবো। যেমন কংস, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুররা ভগবানের চিরকাল শত্রুতা করে নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এরা ভগবানকে অস্বীকার করে, তার প্রতিবিদ্বেষ পোষণ করে—তার নানান সমালোচনা করে।

এইভাবে চার শ্রেণীর মানুষ কোনওদিন ভগবানের শরণাপন্ন হন না—কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ এই চার শ্রেণীর মানুষ যদি কখনও ভগবদ্ভক্ত ভক্তের সান্নিধ্যে আসে বা ভগবানের শরণাগত হয়, তাহলে ভগবান তাদের ক্ষমা করেন, যেমন নবদ্বীপের জগাই মাধাই ও কাজী এরা প্রথম জীবনে চরম ভগবৎ বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর সংস্পর্শে এসে এরা ভগবৎ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

এই চার শ্রেণীর মানুষদের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক সুসংবাদ বহন করে এনেছেন। প্রাণীমাত্রেই যদি তার শরণাগত হয় ভগবান তার প্রতি কৃপা করেন—

জৌঁ নর হোই চরাচর দ্রোহী।
আবৈ সভয় শরণ ত কি মোহী।।
তজি মদ মোহ কপট ছলনানা।
করউ সদ্য তেহি সাধু সমানা।।
শ্রীরামচরিত মানস।

বিশ্বচরাচরে যারা প্রাণীদের প্রতি দ্বেষ করেন, মদ, মোহ, ছলনা, কপটতার আশ্রয় নেয়, ভগবান বিদ্বেষী হয়েও, কখনও ভক্ত হয়ে যদি ভগবানের শরণাগত হয় ভগবান শীঘ্রই তাদের সাধুতে পরিণত করে। ও তারা জগতে সাধু বলে পরিচিত হয়। এই কথা ভগবান গীতাতেও বলেছেন। গীতা ৯/৩০

অপি চেৎ সুদূরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব সঃ মন্তব্য সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ।।

অতি দূরাচার ব্যক্তিও যদি ঘটনাচক্রে ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত। পিতার ন্যায় ভগবান তার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন।

সংসারে বহু ক্ষেত্রে সন্তান অবাধ্য হয়ে পিতা মাতার কথা শোনে না। তাদের অবজ্ঞা করে বাইরে কুপথে চলে যায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই কুপথগামী সন্তান যদি ভুল বুঝতে পেরে নিজের বাবা মায়ের কাছে ফিরে আসেও বাবা–মার শরণাপন্ন হন, বাবা–মা সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। ঠিক তেমনি আমাদের পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনেক অপরাধী অছে কিন্তু তারা যখন তার শরণাপন্ন বা শরণাগত হয়েছেন তখন তিনি পিতার মত অভক্ত সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। সেকথা ভগবান গীতায় বার্তা দিয়েছেন— ৯/৩০ শ্লোকে। আবার গীতা ৪/৩৭ শ্লোকে বলা হয়েছে—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।

কেহ যদি পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ হয় তবে ভাগবৎ বিজ্ঞান, ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান ও শ্রীকৃষ্ণের ভাবনামৃতের জ্ঞানরূপ তরণীতে আরহন করে এই জরা, দুঃখ, ব্যধিময় সংসার সমুদ্র পার হতে পারে। তাই আমাদের ভগবৎ শরণাগত হওয়া ছাড়া কোনও গতি নাই— গতিরন্যথা। ন পন্থা বিদ্যতে।

কোয়ার্টার ফাইনালের প্রস্তুতি

কমল নস্কর

বিশ্বকাপ পৌঁছে গিয়েছে সবথেকে নাটকীয় জায়গাতে। যেখানে গ্রুপ লিগের বাইরে গিয়ে মুখোমুখি সমরে নামতে চলেছে বিশ্বকাপের দাবিদাররা। গতবারের

চ্যাম্পিয়ন ভারত তো বটেই শেষ ল্যাপ অর্থাৎ বিশ্বকাপ জেতার ফটো ফিনিশে সামিল হতে চলেছে দুই আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও শেষ চারে যাওয়ার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাও ছেড়ে দিতে নারাজ বিনা যুদ্ধে। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রাক মুহূর্তে বেশ জমে উঠেছে এবারের বিশ্বকাপ। কারণ মনে রাখতে হবে পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কাও কিন্তু একবার করে বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে। সেদিক থেকে বিশ্বকাপ জেতার খিদে হয়তো সবথেকে বেশি পোষণ করছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ড। তার মধ্যে আবার আমলা–ডেভিলিয়ার্সদের দেশ ইতিমধ্যেই ক্রিকেট দুনিয়ায় চোকার্স বদনাম কিনে বসে রয়েছে।

এখন পর্যন্ত যেভাবে দুটি গ্রুপের খেলা একেবারে শেষ সময় পৌঁছে গিয়েছে তাতে করে কোয়ার্টার ফাইনালের বিন্যাস মোটামুটি তৈরি। নিজেদের গ্রুপে একনাগাড়ে জয়ী হয়ে ভারত সামনে পেয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল প্রতিপক্ষ বাংলাদেশকে। তবে বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসরে যে কেউই নিজেদের দিনে সেরার তকমা পেয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে গ্রুপের শেষ খেলায় হারিয়ে বাংলাদেশ যেভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এসেছে তাতে ভারতের আত্মতুষ্ট হওয়ার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না।

আশার খবর এই যে ধোনিবাহিনী এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বাংলাদেশ ম্যাচকে রীতিমতো গুরুত্ব দিচ্ছেন। পচা শামুকে পা কাটার নমুনা ভারতের আগেও রয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপে রাহুল দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে এই বাংলাদেশের কাছে হেরেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল ভারতকে। সেদিনের ভারতীয় দলের থেকে এই দল অবশ্য ধারে এবং ভারে অনেকটাই শক্তিশালী। তার ওপর শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি, সামি–অশ্বিনরা ব্যাট এবং বলে যে দুর্দান্ত যুগলবন্দি গড়ে তুলেছেন তাতে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতকে হারানো একপ্রকার অসম্ভব। যেহেতু খেলাটার নাম ক্রিকেট তাই আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করাও দুষ্কর। অন্য যে তিনটি সম্ভাব্য কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে মুখোমুখি হওয়ার জোর সম্ভাবনা পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম শ্রীলঙ্কা এবং নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ হতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এদের মধ্যে নিউজিল্যান্ড যদি ক্যারিবিয়ানদের হারায় তাহলে সামনে পড়তে পারে শ্রীলঙ্কাকে হারানো দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে বাংলাদেশ বধ করতে পারলে ভারতের সামনে সেমিফাইনাল পড়বে অস্ট্রেলিয়া কিংবা পাকিস্তান। এইভাবেই বিশ্বকাপ এসে গিয়েছে উন্মাদনার চরম প্রান্তে।

হাবড়া থানা ফুটবল টুর্নামেন্ট

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়া থানার পরিচালনায় হাবড়া কাপ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ইত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী চলে। অংশ নেয় মোট ১৬টি দল। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া থানার আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাস, উপ পুরপ্রধান রাখী দাস, হাবড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না বিশ্বাস, সহ সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় কইপুকুর মিলন সংঘের মাঠে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ষোলটি দল যথাক্রমে, আজাদ সংঘ, বেড়গুম ২, জয়গাছি একাদশ, রাউতারা গ্রাম, মছলন্দপুর ২, অগ্রগামী, পৃথিবা ১, পৃথিবা ২, গৈপুর তরুণ সংঘ, কৃশানু দে ফুটবল কোচিং সেন্টার, হাবড়া অ্যাথলেটিক, গোবরডাঙা মিলন সংঘ, গোবর ডাঙা আদিবাসী, কুমড়া সহ হাবড়া থানা ও হাবড়া প্রেস। নক আউট এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে আজাদ সংঘ ও বেড়গুম ২। প্রতিটি খেলায় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন যথাক্রমে তাপস সরকার, দেবাশীষ ঘোষ, বাবুন কর, সুমন দাস, সুশান্ত গায়েন, সৌদীপ ঘোষ, মানব দে, প্রতীক সরকার, নারায়ণ বিশ্বাস, প্রসেনজিৎ, সৌমেন বিশ্বাস, অরিন্দম মল্লিক, শুভ্র ওরাং, গিয়াসুদ্দিন মল্লিক এবং ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন প্রবীর সর্দার। ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয় আজাদ সংঘ ও রানার্স হয় বেড়গুম ২। বিজয়ী দল হিসেবে হাবড়া কাপ তুলে দেওয়া হয় আজাদ সংঘকে। দলের পক্ষ থেকে দলের ম্যানেজার তথা হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর কাঞ্চন ঘোষ পুরস্কার গ্রহণ করেন। রানার্স কাপ তুলে দেওয়া হয় বেড়গুম ২–এর টিম ম্যানেজারের হাতে। সমগ্র টুর্নামেন্টের সব খেলাগুলি পরিচালনা করেন তিনজন রেফারি। পুরস্কৃত করা হয় তাদেরকেও।

প্রসঙ্গত, পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলবন্ধনের এক অন্যতম মাধ্যম হল এই ফুটবল খেলা। যা হাবড়া থানার ইতিহাসে এই প্রথম। মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া থানার আইসি হয়ে আসার পর জনসংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একের পর এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করে চলেছেন। তার মধ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা এক অনন্য নজির বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য। উল্লেখ্য, সবকটি খেলাই ছিল ব্যাপক শান্তিপূর্ণ। হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেশ দাসের সঞ্চালনায় এদিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড় গৌতম সরকার। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডিএসপি দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না বিশ্বাস, সহ সভাপতি জাকির হোসেন, আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সমরেন্দ্র নাথ (গদাই) চক্রবর্তী, ইলিয়াসভাই প্রমুখ।

বিড়লাপুরে ২ দিনের জমজমাট ফুটবল মেলা

নির্মল গোস্বামী

ক্রীড়া উন্নয়নের নামে বছর বছর লাখ লাখ টাকা অনুদানের মেলা বসায় সরকার। সেই অনুদানের উচ্ছিষ্ট ভোগী এরা নয় তবুও বিড়লাপুর সমাজসেবা সমিতির উদ্যোগে গত ৭ এবং ৮ মার্চ বিড়লাপুর ফুটবল গ্রাউন্ডে ১৬ টিমের নক–আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর ঘিরে এলাকার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অন্য স্বাদের ক্রীড়া উন্মাদনা দেখা যায়।

ক্ষয়িষ্ণু মানবতাবাদী সাংস্কৃতির আবহে লালিত মৃত শিল্প নগরীর বুকে যেন হঠাৎ প্রাণ প্রাবল্যের জোয়ার এল ফুটবলকে কেন্দ্র করে। বিড়লাপুর সমাজ সেবা সমিতির ২য় বর্ষের নিবেদন এটা। দিনের আলো এবং ফ্লাড লাইটে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ মার্চ খেলার শুভ সূচনা করেন ডিএসপি–ডিএনটি চন্দন নিয়োগী। উপস্থিত ছিলেন বিড়লা জুটের ভাইস প্রেসিডেন্ট অশোক দেওয়ারী। বিভিন্ন সময়ে মাঠ এবং মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। কংগ্রেস নেতা মুজিবর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জসিমউদ্দিন মল্লিক এই অনুষ্ঠানকে পরিচালনার ক্ষেত্রের প্রভূত সাহায্য করেন। বজবজ ২ নং সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। জেলার স্বাস্থ্যের কর্ণাধ্যক্ষ তরুণ রায়, বিড়লাপুর, হাঁসনেচা ও রায়পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ। স্থানীয় শিল্পপতি রহিম খাঁন সমাজসেবি সচিন্দর সিং ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও প্রখ্যাত সমাজসেবী অমল দত্ত প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি শাহ আলম মোল্লা ও সম্পাদক মহিম মল্লিকের অবদান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য মানবিকতার ফসলের জন্যই অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। ফাইনাল খেলা হয় সবুজ সংঘ (খুঁড়িরপোল) বনাম সিপাইপাড়া যুবকবৃন্দ (চকমৌখালি)। সিপাইপাড়া যুবকবৃন্দ ২–০ গোলে বিজয়ী হয়। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ময়দানের প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার সুকুমার

মলয় সুর

খুব ছোট বয়েস থেকেই ফুটবল খেলছেন সুকুমার রায়। তবু যে কয়েক বছর ময়দানে রয়েছেন তাতেই বনে গিয়েছেন 'সুপার স্টার'। কলকাতা ময়দানে স্বপ্ন দেখাচ্ছে, স্বপ্নটা প্রতিশ্রুতিবান বাঙালি স্ট্রাইকার। কারণ ২০১৩তে রেলওয়ে এফসি ক্লাবের হয়ে ৮টি ম্যাচে করেছে ৯টি গোল। অন্যদিকে পুলিশ এসির নীলকান্ত পাকি ১৪টি ম্যাচে ১২টি গোল করে। ভদ্রোবর নবারুণ সংঘ কোচিং ক্যাম্পেই ওর ফুটবলে পায়ে খড়ি দিয়েছিলেন সুশান্ত চ্যাটার্জীকে (ভগা)। যাকে মফস্বলে এককথায় ভগার কোচিং ক্যাম্প বলে থাকে। সে শিক্ষার ধারা আজও বইছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর। এরপর শ্যামনগর তরুণ সঙ্ঘের মাঠে কোচ দুলাল দেব এর কাছে প্রায় প্রতিদিন বিকালে সে অনুশীলন চালায়। এখান থেকেই ২০০২ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত অনুর্দ্ধ ১৪ সাব জুনিয়র ইন্ডিয়া খেলে। সেই সময় কোচ ছিলেন জহর দাস।

ফাইনালে তার দেওয়া একমাত্র গোলে নেপালকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। সেবার প্রতিযোগিতায় ৬টি গোল করে সর্বাধিক গোলদাতা ছিলেন। ২০০৩ থেকে প্রথম ডিভিশন তালতলা দীপ্তি ক্লাবে খেলে। সেই বছর তালতলা ক্লাবকে লিগ চ্যাম্পিয়ন করে এ ডিভিশনে তোলে। ২০০৪ এ মিলন সমিতিতে

সই করে। সে বছর গোয়ায় অনুর্দ্ধ ১৬ জাতীয় ফুটবল ফাইনালে মিজোরাম চ্যাম্পিয়ন বাংলা রানার্স হয়। কোচ ছিলেন রঞ্জিত মুখার্জী। প্রতিযোগিতায় ৩টি গোল করেন। ২০০৬–তে জানবাজার ক্লাবে আসে। কিন্তু ক্লাব কর্তাদের চক্রান্তে একটি ম্যাচও খেলতে পারেননি। সেটাই তাঁর জীবনের বড় ক্ষোভ। পরের বছর কালীঘাট ক্লাবে আসে।

২০০৮ সালে কেরলে অনুষ্ঠিত অনূর্দ্ধ ১৯ জাতীয় ফুটবলে সেমি ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলা। তবে সেই বছরই কলকাতা লীগে ১০টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে ছিলেন সুকুমার। এটা বাংলার লিগ ফুটবলে এর একটা আলাদা গুরুত্ব সব সময়ই আছে। তাঁর বাবা সুভাষ রায় রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। মা অঞ্জনা তাকে প্রেরণা ও উৎসাহ দেন। পরিবারে দিদি অলোকার বিয়ে হয়ে গেছে আর ছোট বোন সুমিতা একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। শ্যামনগর গারুলিয়া দেশবন্ধু নগরে বাড়ি। অর্থাভাবে মাধ্যমিকের পর লেখাপড়া শিখতে পারেননি। ওই বছর কালীঘাট প্রিমিয়ার ডিভিশনে উঠে। ইতিমধ্যেই ২০১১তে ৩৪তম ঝাড়খন্ডের রাজধানী রাঁচীতে ন্যাশানাল গেমসে ১৮ বছর বাদে পাঞ্জাবকে একমাত্র গোলে হারিয়েছিল।

একমাত্র গোলটি সুকুমার করে। তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের দৌলতে ময়দানের অন্য কোচেরা ছোটখাটো সুকুমারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মূলত আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় হলেও কোচ সৌরেন দত্তের নির্দেশে রেলওয়ে এফসি ক্লাবে উইং হাফে খেলছে। ২০১২তে জুটেছে ইস্টার্ন রেলে চাকরি। বর্তমানে শেওড়াফুলি স্টেশনে টিকিট কালেক্টর। ২০১৩ আসামে সর্বভারতীয় সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতায় ট্রায়ালে বাছাই পর্বে বাদ পড়ে। ছেলেটির আদর্শ দেশের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রী। ভাল লাগে বিশ্ব ফুটবলে লিওনেল মেসিকেও। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। এদের আদর্শেই নিজে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। তবে শুধু ভাল লাগা নয় সুকুমার চায় কলকাতার বড় দলে খেলতে।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ মার্চ নোদাখালি থানার অন্তর্গত সাতগাছিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আজাদ হিন্দ ক্লাব একদিনের দিবা–রাত্র নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। মোট আটটি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সভাপতি স্বপন রায়, আই সি শান্তিনাথ পাঁজা, সাংবাদিক কুণাল মালিক, কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা বাগ, প্রধান টুটু সাহা, উপপ্রধান আফসার দর্জি প্রমুখ। টুর্নামেন্টে জয়ী হয় নস্করপুর মিলাঙ্গ কমিটি, রানার্স হয় বাখরাহাট এইট ষ্টার।

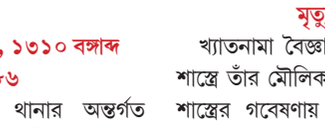

মনের খেয়াল

ধাঁধাময় কাহিনী

এক ভদ্রলোক বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যাবেন আই স্পেশালিস্টের কাছে ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ১২/১৩ বছরের একটি ছেলে, তার হাতে রয়েছে পরীক্ষার রেজাল্ট, বেচারা পরীক্ষায় ফেল করেছে। আর ছেলেটির অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর এক ভদ্রলোক, যিনি মোবাইল ফোনে কারুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে চলেছেন কিন্তু করতে পারছেন না। কারণ মোবাইলের টাওয়ার নেই।

উপরের বিবরণীতে আলাদা আলাদা ৩টি শব্দ আছে, যে শব্দগুলি জুড়লেই ইতিহাস খ্যাত এক স্থাপত্যের নাম পেয়ে যাবে— বলতো সেই স্থাপত্যটির নাম কি?

উত্তর আগামী সংখ্যায়

লাবণী মান্না

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে ২৭ মার্চ ২০১৫–এর মধ্যে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

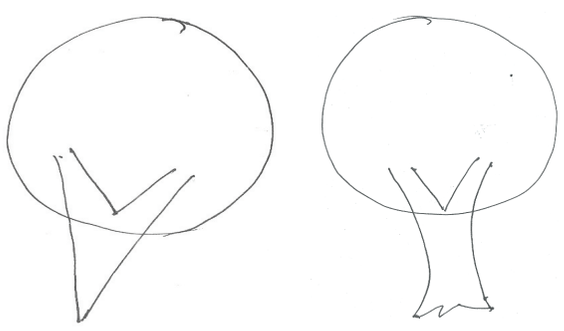

মন্টি সাহা, ক্যালকাটা ইন্টারলিঙ্ক (বিশেষ ছেলে–মেয়েদের স্কুল)

জেনে রেখো জেনে রেখো জেনে

বিজয়ানন্দ দত্ত, জন্মঃ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ১৯৭৪

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ই জড়িয়ে পড়েন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের 'শান্তিসেনা'র সৈনিক ছিলেন। ওই সময় এক বছর কারাবরণ করেন। সাইমন কমিশনের উপর আক্রমণের জন্য যে বোমা তৈরি হয়েছিল তারও নায়ক ছিলেন তিনি, সঙ্গে ছিলেন ডঃ ত্রিগুণা সেন ও সুশীতল রায়চৌধুরী। পরবর্তীকালে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় শান্তিস্থাপনের জন্য পথে নেমেছিলেন ও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিবেদিতপ্রাণ দেশসেবক ও একনিষ্ঠ কর্মবীর হিসেবে বাকি জীবন কাটান।

বারীন্দ্রচন্দ্র রায়, জন্ম : ১৫ পৌষ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ
মৃত্যু : ৪ চৈত্র, ১৩৮৬

জন্ম ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং 'শ্রীসংঘ' বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ঐসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কিশোর–যুবকদের বিপ্লবের পথে নিয়ে আসতেন। ১৯৩০ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে পুলিশ তাঁকে বন্দি করে। পরবর্তীকালে নানা জেল ও বন্দিশিবিরে প্রায় ৮ বছর বন্দি থাকেন। শেষজীবনে 'মহাজাতি সদন' দেখাশোনার ভার নেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সীতারাম সাকসেরিয়া, জন্ম: ১ মে, ১৮৯২
মৃত্যু ১৭ মার্চ, ১৯৮২

মহাত্মা গান্ধির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২৯ সালে তিনি শুদ্ধ খাদি–ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে বিদেশি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। (১৯৩২ সালে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়)। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৪ সালে মুক্তি পান। তিনি আজাদ হিন্দ ডিফেন্স কমিটিরও সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত হন।

বিপ্লবী নায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী
জন্ম: ডিসেম্বর, ১৮৮২, মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৬৩

যতীন মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার অন্যতম নায়ক ছিলেন। 'স্বদেশি ডাকাতি' ও বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক কার্যের জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন। হ্যারি অ্যান্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে সহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে 'র‍্যাডিক্যাল পার্টি' গঠন করেন।

দেশভক্ত ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ, জন্ম: ৮ জুন, ১৯০৪
মৃত্যু : ২০ মার্চ, ১৯৬২

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশপ্রেমিক। প্রাণ রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর মৌলিকত্ব বিজ্ঞান জগতে সুবিদিত। রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় কারারুদ্ধ হন। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার তিনি উপদেষ্টা ছিলেন।

দেশভক্ত নলিনী মৈত্র, জন্ম : ১৫ মার্চ, ১৮৭৮
মৃত্যু : ২ মে, ১৯৫৯

আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে পুরোধারূপে আন্দোলন চালিয়ে যান। বৈপ্লবিক তৎপরতার জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন এবং নিজ জেলা থেকে বহিষ্কৃত হন, মহাত্মা গান্ধির সহকর্মীরূপে তিনি কিছুকাল ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন।

দেশভক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, জন্ম: ১৮৬১
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ১৯০৭

জাতীয় ও স্বদেশী সংগীত রচনা করে সারা দেশে একটা উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। তিনি 'হতবাদী' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। তিনি এক সময় বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।